ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 April, 2023 ■ আগরতলা ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ৪ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য্য সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে অপরেশ কুমার সিংকে শপথ বাক্য পাঠ করান। ছবি নিজস্ব।

অতিরিক্ত তাপ প্রবাহ, আজ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে সব স্কুল বন্ধ

পর্ষদের পরীক্ষা হবে যথারীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। অতিরিক্ত তাপ প্রবাহের ফলে সরকারি ও সরকার অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাই, আগামীকাল ১৮ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ থাকবে। সোমবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় একথা জানিয়েছেন।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যজুড়ে অতিরিক্ত তাপ প্রবাহের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। তাই আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরার সমস্ত সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা সরকার। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছেও ওই সময়ের জন্য স্কুল বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। আগামীকাল সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বৃষ্টির দেখা নেই, কারণ আবহাওয়া সাধারণত শুষ্ক থাকবে বলেই জানা গেছে।

এদিকে, আজ বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তীব্র দাবদহে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে গ্লুকোজের শরবত বিলি করেছেন। ওই সময় তাঁর সাথে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

তীব দাবদাহের জন্য রাজ্য সরকার আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৩ সালে মাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা যেগুলো ১৮ এপ্রিল ২০২৩ ও ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সেই পরীক্ষাগুলি যথারীতি ঐ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অষ্টম প্রধান বিচারপতি হিসেবে আজ শপথ নিলেন বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং। সকাল সাড়ে এগারটায় রাজভবনের দরবার হলে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য।

বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং ঝাড়খন্ড উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের অষ্টম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, আইন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়, বিচারপতি অরিন্দম লোধ, মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, পুলিশ মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন সহ রাজ্য প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসন উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ এবং উচ্চ আদালতের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

চুরি যাওয়া মালপত্র সহ তেলিয়ামুড়ায় ধৃত কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ এপ্রিল।। অন্ধকারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সরকারি অফিসে হাত সাফাই করল চোরের দল। ঘটনা রবিবার রাতের কোনো এক সময়, সোমবার তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হয় চুরির অভিযোগ।

খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানা থেকে ঢিল দূরত্বে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের তেলিয়ামুড়া মহকুমার সহকারি ইঞ্জিনিয়ারের অফিস কক্ষে এবং এর পার্শবর্তী তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের অফিস কার্যালয়ে নিশি কুটুম্বের দল প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক পাখা সহ মূল্যবান বহু সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল।

ঘটনাটি সোমবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ অফিসে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথা নেতৃত্ব নিদ্রাবিভূত

পাহাড়ি জনপদে পানীয় জলের সংকট তীব্র, নীরব দর্শক এডিসি প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ১৭ এপ্রিল।। শুখা মরশুম শুরু হতেই রাজ্যের পাহাড়ি জনপদে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। নদী নালা ও ছড়ার জল ব্যবহার করতে হচ্ছে জনজাতি অংশের মানুষদের। এই পরিস্থিতিতে এডিসি প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। এডিসি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মথা নেতৃত্ব নিদ্রবিভূত হয়ে রয়েছেন।

পানীয় জলের সমস্যায় নাজেহাল উপজাতি সহজ-সরল গিরিবাসী অংশের গুচ্ছগ্রামবাসীরা। ঘটনা অভিযোগ উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রে। পানীয় জলের সমস্যাটি যেন বংশ পরম্পরা অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। সময়মতো ডি.ডব্লিও.এস দপ্তর পাইপ লাইন কিংবা একমাত্র গাড়ি এলাকায় সময় মতো জল প্রদান করে না। এমনটাই ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল সোমবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনস্থ রঙ্গিয়াটিলা গুচ্ছগ্রামে।

খবরে জানা যায়, ২০০৩ সালে জাতিগত দাঙ্গার শেষ লগ্নে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন দূর-দুরান্ত প্রত্যন্ত এলাকা গুলি থেকে জনজাতি অংশের মানুষজনেরা সরকারি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি যেমন বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যাবস্থা, রাস্তাঘাটের ব্যাবস্থা, শিক্ষা ব্যাবস্থা, খাদ্য সামগ্রীর ব্যাবস্থা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা হাতের নাগালে পাওয়ার জন্য চাকমাঘাট রঙ্গিয়াটিলা গুচ্ছগ্রামে পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে এসেছিল তৎকালীন সময়ে প্রায় তিন শতাধিক পরিবার। সে সময় সরকারি ভাবে ভিটেমাটি ত্যাগ করে আসা পরিবারগুলির মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মৌলিক অধিকারগুলি মধ্যে যে যে অধিকারগুলি রয়েছে সবগুলি হাতের নাগালে পাওয়া যাবে।

সেই প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করে তেলিয়ামুড়া মহকুমার নোনাছড়া, কাঁকড়াছড়া, হলুদিয়া সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এ.ডি.সি ভিলেজ গুলি থেকে প্রায় তিন শতাধিক পরিবার পূর্ব পুরুষদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে রঙ্গিয়াটিলা গুচ্ছগ্রামে এস্বেপরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। তৎকালীন সময় ক্ষমতাসীন ছিল সিপিআইএম দল। কয়েক মাস পরেই সরকারি প্রতিশ্রুতিগুলি ওই এলাকার বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষদের স্বার্থে কার্যকারী না হওয়াতে অনেক মানুষজনেরা সরকারিভাবে গড়ে তোলা নতুন ভিটেমাটি ছেড়ে পুরানো ভিটেমাটিতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

একদিকে যেমন কাজকর্মের অভাব অন্যদিকে সংসার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছিল। তারপরেও এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে রয়ে গিয়েছে প্রায় কয়েক শতাধিক পরিবার। ইদানিং শুখা মরসুম শুরু হতেই ওই এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পানীয় জলের সংকট দূরীকরণে নির্বিকার সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। এদিকে বর্তমানে দ্বিতীয় বার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র

শিক্ষা ভবনের সামনে টেট পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র সংশোধন করে নম্বর প্রদানের দাবিতে সোমবার ফের টিআরবিটি এক্সাম কনট্রোলারের দ্বারস্ত হয়েছেন টেট পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু কথা শুনার বদলে তাঁদের আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ তুলেছেন পরীক্ষার্থীরা। তাই তাঁরা টিআরবিটি এক্সাম কনট্রোলারের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

জনৈক পরীক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় টিআরবিটি যে প্রশ্ন পত্র করেছে তাতে ২৩টি প্রশ্নই সিলেবাস বহির্ভূত ছিল। সেগুলির নম্বর প্রদান করার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু বোর্ড শুধুমাত্র একটি কিংবা দুটি ক্ষেত্রেই ত্রুটির কথা স্বীকার করেছে। সে জন্যই একাধিকবার উত্তরপত্র পুনঃ মূল্যায়নের দাবিতে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

তাই ভুল প্রশ্নপত্র সংশোধন করে নম্বর প্রদান করার দাবিতে পুনরায় টিআরবিটি এক্সাম কনট্রোলারের দ্বারস্ত হয়েছেন টেট পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনতে রাজি হননি। তাঁদের সাথে দেখা করেননি বলেও অভিযোগ তুলেছেন পরীক্ষার্থীরা। শুধু তাই নয়, তাঁদের আদালতে যাওয়ার পরার্মশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই পরীক্ষার্থী। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে শিক্ষা ভবনে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অতিসত্বর সিলেবাস বর্হিভূত ২৩টি প্রশ্ন সংশোধন করে নম্বর প্রদান এবং ফল প্রকাশ করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। আজ ২১ সেক্টর আসাম রাইফেলস দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি তিনি নেশা বিরোধী অভিযানে ত্রিপুরা পুলিশকে সহায়তা করার জন্য আসাম রাইফেলসের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

এদিন তিনি বলেন, নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁর দাবি, আসাম রাইফেলস পুরো উত্তর- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী ছেয়ে গেছে শান্তিরবাজারে দুটি দোকান সিল করে দিয়েছে মহকুমা প্রশসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রীর বিরুদ্ধে আজ অভিযানে নেমেছে শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসন। ডিসিএম অনুপম চক্রবর্তী, ফুড ইন্সপেক্টর মলয় চৌধুরী এবং খাদ্য দফতরের কর্মী শিবশঙ্কর মজুমদারের যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে, মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী মজুত রাখার অপরাধে দুইটি দোকান সিল করে দিয়েছে মহকুমা প্রশাসন।

ডিসিএম অনুপম চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী রয়েছে, এমনই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মহকুমা প্রশাসনের কাছে জমা পড়েছে। তাই, খাদ্য দফতরকে সাথে নিয়ে আজ ওই অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ব্যবহারের ফলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ফলে, ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি জানান, বগাফা রোড স্থিত অনুপ সাহা ও জয়শঙ্করের মুদি দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী পাওয়া গেছে। তাই, তাঁদের দোকান মহকুমা প্রশাসন থেকে সিল করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বেত বিপ্লবের দোয়ার ত্রিপুরায়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মডেল ডেয়ারী হচ্ছে গোমতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে মডেল ডেয়ারী হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে গোমতি কো অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার ইউনিয়ন লিমিটেড বা গোমতি ডেয়ারি নতুনভাবে সেজে উঠছে। এমনটাই জানালেন গোমতি ডেয়ারীর চেয়ারম্যান সমীর চন্দ্র দাস। জাগরণের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সমীরবাবু বলেন বছরখানেকের মধ্যে বামুটিয়া য় গোমতী ডেয়ারি নতুন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

নতুন এই প্রজেক্টে আরো উন্নত এবং গুণগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের দুধের তৈরি নানা ধরনের আইটেম প্রস্তুত করা হবে। তবে গোমতীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ানো। সেই লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গুলিকে আরো ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে তিনি জানান। যাতে কৃষকরা গো খাদ্য সহজেই হাতের মুঠোয় পেতে পারেন। তার জন্য গোমতী কোপারেটি মিল্ক ইউনিয়ন দুটি গাড়ি ক্রয় করেছে কেন্দ্রীয় পশু পালন মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ডেয়ারী থেকে। এই গাড়িগুলির মাধ্যমে সোসাইটির ফার্মারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ক্যাটেল ফুড বা গোখাদ্য। এছাড়া সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করার জন্য পাঁচ হাজার লিটারের একটি মিল ট্যাংকার আনা হচ্ছে।

এই ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন মিল্ক সমবায় সমিতি গুলি থেকে উৎপাদিত দুধ আগরতলা মূল ডেয়ারিতে সহজেই আনা সম্ভব হবে। তিনি বলেন আমরা চাই কৃষকরা সরাসরি তাদের উৎপাদিত দুধ সমিতির মাধ্যমে বিক্রি করে ন্যায্য দাম পায়। শুধু তাই নয় রাজ্যবাসী জাতে সহজ মূল্যে দুধের মতো সুষম খাদ্য সহজেই পেতে পারে তার প্রয়াস নিয়েই গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য শাসনের স্মৃতিচারণ (দুই)

ত্রিপুরার রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রিদের ভূমিকা

● পরিতোষ বিশ্বাস ●

আবার ফিরে যেতে চাই ১৯৭২ সালে যখন ত্রিপুরা পূর্ণর‍্যাজ্যে উত্তরণ হয়। মুখ্যমন্ত্রী পদে সুখময় সেনগুপ্তের অভিষেক। রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সুখময় সেনগুপ্ত কতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। সুখময় সেনগুপ্তের আমলে রাজ্যে কর্মচারী আন্দোলন যেমন তীব্রতা পেয়েছিল তেমনি স্বদলীয় বিক্ষুব্ধদের দমন করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। নিজের দলের বিধায়ককে তিনি জেলে পুড়ে দিয়েছিলেন। কর্মচারী আন্দোলন ও স্বদলীয়দের বিদ্রোহে ছিলেন নাজেহাল। কর্মচারী দাবীদাওয়া নিয়ে রাজ্যে একসময় টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত সেখানে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে কর্মচারীদের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ডাবল ইনক্রিমেন্টের টোপ ফেলে কর্মচারী আন্দোলনে জল ঢালতে তিনি সফল হয়েছিলেন। বিপ্লবীরা ডাবল ইনক্রিমেন্টের লোভে গণহারে অফিসে যোগদান করেন। এই কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস সুখময় সেনগুপ্তকে অনেক বেশী বিতর্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর আমলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের জীর্ণ দশা দেখা দেয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বই করে গিয়েছেন, দলকে শক্তিশালী ও উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা নিয়েছেন বলে মনে হয় না। ফলে কংগ্রেস দল ক্রমেই দুর্বল হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সুখময় সেনগুপ্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা কার্যত বিদ্রোহী ছিলেন তাদেরকে মিসায় জেলে পাঠিয়েছিলেন। সুখময় সেনগুপ্তের রাজত্ব মানুষের মনে শংকা এনে দিয়েছিল। তিনি জনমনে তেমন দাগ রেখে যেতে পারেননি। সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর যোগসূত্র কতখানি ছিল এনিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু, আরেক কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার সুখময় সেনগুপ্তের বিপরীত মেরুতে রাজনীতি করে গিয়েছেন। যে কর্মচারীরা অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার জন্য লাগাতর ধর্মঘটে নেমেছিলেন সেই দাবী কার্যত প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অথচ ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস যুবসমিতির জোট রাজত্বে মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের সময়ে রাজ্যের কর্মচারীরা অভাবনীয় বেতন কাঠামো পেয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উদার হস্তে কর্মচারীদের ঘোষিত স্কেল দিয়ে নজির গড়েছেন। আজকের কর্মচারীদের বেতন ভাতার যে বিশাল প্রাপ্তি সেটা মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের আমলেই সম্ভব হয়েছে। নৃপেন চক্রবর্তীর শাসনে কেন্দ্র বিরোধী শ্লোগানই ছিল কর্মচারীদের মূল অস্ত্র। বাম সরকারের তরফে তেমন কোন কিছুই কর্মচারীদের ভাগ্যে জুটেনি। ১৯৮০ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা নৃপেন চক্রবর্তীর আসনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন কেন্দ্রের সরকার রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেনি বরং বিশাল সংখ্যক সেনা বাহিনী পাঠিয়ে দাঙ্গা রোধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। সেই দাঙ্গার কারণ আজও ত্রিপুরার মানুষ জানতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর দম্ভোক্তি ছিল আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে এই দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে না।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট ক্ষমতায় বসে। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার সহজ সরল রাজনীতির পথেই হেটেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ইত্যাদির কারণে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাতারাতি যুব সমিতির সমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭ম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত নবমের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। এবার এক নাবলক কর্তৃক এক নাবালিকা ধর্ষিতা হয়। পুলিশ এই ধর্ষণ কান্ডে নাবালককে আটক করে সোমবার দুপুরে আদালতে তুলে। ঘটনা কৈলাসহরের মহিলা থানার অন্তর্ভুক্ত গোলকপুর এডিসি ভিলেজের এন.সি পাড়া এলাকায়।

এই ঘটনা সম্পর্কে কৈলাসহর মহিলা থানার অফিসার তথা এই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ঊষা রানী দেবনাথ জানান যে, গোলকপুর এডিসি ভিলেজের নিশান চৌধুরী পাড়ার এক নাবলক তার পাশের বাড়ির এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিজ বাড়িতেই ধর্ষণ করেছে বলে ধর্ষিতার বাবা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, নাবালক এবং নাবালিকার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। নাবালক নিশান চৌধুরী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবায় অতিষ্ঠ হয়ে নিগমের কর্মীদের তালাবন্দী করলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ এপ্রিল।। বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবায় অতিষ্ঠ হয়ে দফতরের কর্মীদের তালাবন্দী করে রাখেন স্থানীয় মানুষ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমায় পূর্ব চড়কবাই পঞ্চায়েতের অধীনে নাথ পাড়ার বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা আজ বিল সংগ্রহে আসলে তাঁদের পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালাবন্দী করে রাখেন। দীর্ঘক্ষণ পর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কার্যালয়ের আধিকারিকরা বুঝিয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের মুক্ত করেন।

প্রচন্ড দাবদহে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। এরই মধ্যে বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবায় সাধারণ মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে গেছেন। প্রতি নিয়ত লো ভোল্টেজের কারণে বৈদ্যুতিন পাখা কিংবা জলের মোটর চালাতে তাঁরা ভীষণ সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সামগ্রিক বিষয় বিদ্যুৎ দফতরে একাধিকবার জানানো হয়েছে। দফতরের ইঞ্জিনিয়ার জীবন দেবনাথকে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য বারবার অনুরোধ জানানো সত্বেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আজ বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের তালাবন্দী করা হয়েছে। তাঁদের হুশিয়ারি, বিদ্যুৎ পরিষেবা অবিলম্বে স্বাভাবিক না হলে আরও বড় ধরণের পদক্ষেপ নেবে স্থানীয় মানুষ।

প্রসঙ্গত, সামান্য বাতাসেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। তার উপর রয়েছে প্রচন্ড গরম। বিভিন্ন মহকুমা থেকে জানা গিয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ লোডশেডিং হচ্ছে।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯■ সংখ্যা ১৮৬ ■ ১৮ এপ্রিল ২০২৩ইং ■ ৪ বৈশাখ ■ মঙ্গলবার ■১৪৩০ বঙ্গাব্দ

রোজা ভাঙ্গিয়া রক্তদান করিয়া নজর গড়িল যুবক

রক্তদান মহৎ দান। ইহার কোন বিকল্প হয় না। রক্তের কোন জাত নাই ,ধর্ম নাই। রক্তদানের মত তৃপ্তি অন্য কোন কাজে পাওয়া যায় না। হিংসা বিদ্বেষ দূর করিতে রক্তদানের মত পবিত্র কাজে সমাজের সকল অংশের মানুষকে অংশীদার করা খুবই জরুরী।

রমজান মাস মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র মাস। এই মাসে রোজা রাখেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। একেবারে সূর্যাস্তের পর কিছু খেয়ে রোজা ভাঙার নিয়ম। শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলেই রোজা রাখেন। আর এই রোজা ভাঙিয়া রক্ত দিয়া হিন্দু বোনের প্রাণ বাঁচাইয়া নজির গড়িলেন মুসলিম ভাই। সোমবার এমনই সম্প্রীতির ছবি ধরা পড়িল বোলপুরে।থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হইয়া জন্মের পর থেকেই ভোগান্তির শিকার লাভপুর ফিড়া গ্রামের বাসিন্দা ব্রততী মাঝি। বয়স ১৬ বছর। রক্তাল্পতায় ভুগছিল বেশ কিছুদিন ধরিয়া। রক্তের প্রয়োজন। বি পজিটিভ এক ইউনিট রক্তের সন্ধানে হন্যে হইয়া রক্তদাতা খুঁজছিলেন নাবালিকার বাবা। বোলপুরের গৃহশিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল মাজি শোনা মাত্রই তাঁহার মুসলিম ছাত্র শেখ নূর ইসলামকে সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন বোনকে রক্ত দেওয়ার জন্য। নূরও কোনরকম দ্বিধা না করিয়াই হাসিমুখে রমজান মাসে রোজা ভাঙিয়া স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বোলপুর মহকুমা সিয়ান হাসপাতালে।ব্রততীর বাবা প্রদীপ মাঝি জানান, বি পজিটিভ রক্ত নাই বোলপুরে। দীর্ঘদিন ধরিয়াই হন্যে হইয়া খুঁজিতেছিলেন পরিবারের লোকজন। রক্ত না পাইয়া হতাশ হইয়াই ফিরিয়াছিলেন সকলে। দালাল চক্রের সঙ্গেও যোগাযোগ করিয়া প্রতারিতও হন। চিন্তায় ছিলেন রক্ত মিলিবে কীভাবে। এই অবস্থায় একেবারে দেবদূতের মতো এলেন নূর। অন্যদিকে শেখ নূর ইসলাম জানান, শিক্ষক শ্যামল মাজির ফোন পাওয়ার পরপরই জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসেন। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত একটা ছোট বোনকে রক্ত দিতে পারিয়া ভাল লাগিতেছে তাঁহারও। বলেন, "রোজা ভাঙিয়াই রক্ত দিলাম,কারণ মানুষের জীবনের দাম রোজার থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। এতে আল্লা অনেক বেশি খুশি হইবেন।" সমাজকর্মী শ্যামল মাজি জানান, বীরভূমে চরম রক্ত সংকট চলিতেছে। এই সংকটের মুহূর্তে ছোট ছোট রক্তদান শিবির করিবার প্রয়োজন। রক্তের কোনও ধর্ম বা জাত হয় না। শেখ নূর ইসলাম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন, আগামী দিনে মানুষকে তাহা সঠিক দিশা দেখাইবে। অবশ্য ইতিপূর্বে ত্রিপুরাতেও পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের এক যুবক সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া আসিয়া হাসপাতালে ভিন ধর্মাবলম্বী একজনকে রক্ত দান করিয়া রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ধরনের ঘটনা সত্যিই মানবতাবোধের অন্যতম নজীর। এই ধরনের মানসিকতা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা আত্মকেন্দ্রিকতা নির্ভর হইয়া পরিলেও সমাজে বহু মানুষ রহিয়াছেন যাহারা মানবতার পূজারী। এই মানবতাই সমাজব্যবস্থাকে এখনো টিকাইয়া রাখিয়াছে। রোজা ভাঙ্গিয়া রক্তদান করিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী যুবকটি যে মমত্ববোধ ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আগুনের সুনামি

ডা. কনক চৌধুরী

-ত্রিপুরার ৫৯.৯৯ অঞ্চলে বনভূমি।

-এর মধ্যে প্রায় ৮৫ হাজার হেক্টর জমিতে রাবার চাষ হয় এই রাজ্যে।মোট ১ লক্ষ হেক্টর জমি অব্দি রাবার চাষ হতে পারে ত্রিপুরায়।এরপর আর নয়।

-বর্তমান তীব্র গরমের সাথে রাবার চাষ এর সম্পর্ক ক্ষীন কিন্তু এটা সঠিক যে রাবার হলো 'মনোকালচার' চাষ।এক জায়গায় শুধু রাবারই লাগানো হয়।এতে প্রকৃতির বায়োডাইভারসিটি বা জৈব বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

-বানর ও অন্যান্য পশুপাখি রাবার বন অপছন্দ করে,তারা অন্যত্র স্থানান্তরিত হচ্ছে। আমরা টাকা পাচ্ছি রাবার থেকে,কিন্তু আমাদের সবচেয়ে নিকট-সম্পর্কিত প্রানীদের দেয়া ইঙ্গিতকে অবহেলা করছি! গরমের আগুন বাড়ছে।

-যেভাবে খুশী,নিয়ম-নীতি না মেনে কংক্রিটের বাড়িঘর বানানো হচ্ছে। আগরতলা-সদর"সহ সবগুলো জেলা অঞ্চলের বাজারে দিনের বেলা ঘোরাঘুরি করা দায়।একটু ছায়ায় দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব।

-প্রতিটি চৌমুহনী, দোকানের সামনে, পার্ক,রাস্তাতে ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগানোকে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব।

পুরপরিষদ তা করতেই পারেন।গাছকাটাকে নিষিদ্ধ করা যায়।

-ধরুন,দুপুর বারটা। আপনি বিবেকানন্দ ময়দানের চৌমুহনীর ট্রাফিক পয়েন্টে এসে গাড়ি,রিকশা,অটো বা টমটম নিয়ে দাড়ালেন। আগুনের সুনামি যেনো! একই অনুভূতি হবে সাব্রুম,মনুবংকুল,

শান্তিরবাজার,বক্সনগর,

রমেশ চৌমুহনী,খোয়াই বাজার,তেলিয়ামুড়া থানা বা অম্পি চৌমুহনী, গন্ডাছড়া হাসপাতাল চৌমুহনীতেও।বন ও পূর্তদপ্তর যদি চায়,রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে একটা তিনবছরের পুরোনো রাধাচূড়া বা কৃষ্ণচূড়া গাছ রাতারাতি রোপণ করতে পারে।দুইবছরের মধ্যেই সকলের ছায়াসঙ্গী হবে এই গাছ।১২ ডিএ"র চাইতে অনেক সাশ্রয় ও ঞ্ছদ্রস্ন্ঠ-ব্রত্রত্বহ্ণন্তত্র ! সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ হাতেনাতে।

সরকার চাইলে কি না হয়?

-ত্রিপুরার প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র,অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র,বিদ্যালয়, ক্লাব,

ধর্মপ্রতিষ্ঠান,বাজার কর্তৃপক্ষ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফলভাবে দ্রুততার সাথে শুরু করতে পারেন।বেশী সময় নেই আমাদের হাতে।

- এই অস্বাভাবিক গরমকে আগে থেকেই স্থানীয়ভাবে ঠেকাতে গেলে বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষলালন ও প্রাকৃতিক জলসংরক্ষণ ছাড়া কোন উপায় নেই।বন,কৃষি,ঞ্চঢঙ্গ, আরক্ষা দপ্তরকে সাথে নিয়ে এ-ব্যাপারে ত্রিপুরা সমাজের এগিয়ে আসাই এখন হোক ঠব্রদ্ম ঞ্ছদ্রহ্ণ'। ভুলে যাবেন না দয়া করে,উদয়পুরের মাতাবাড়ি"র উপর দিয়েই গেছে পৃথিবীর কর্কট ক্রান্তি রেখা বা লাইন অফ ক্যান্সার! বিশ্বের উষ্ণতম অঞ্চল হতে বাঁধা কোথায়?

-একটু ভেবে দেখুন,গরম আরো বাড়ছে,জল আরো কমে যাচ্ছে। আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বনের প্রানীরা কোথায় যাবে?

কিছুদিন আগে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তত্বাবধানে স্বেচ্ছায় রক্তদানে একটা জোয়ার আসতে দেখেছি। একান্ত প্রার্থনা রইলো, তিনি,সপারিষদ এই ব্যাপারটিও যাতে একটু দেখেন।রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এটি সার্বিকভাবে অসম্ভব।

গরমে পুড়ছে ত্রিপুরা।

এখনই সময় ঘুরে দাঁড়াবার।

সুধী সমাজ,একটু দেখুন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

হরিশংকর জলদাস

তিতাস একটি নদীর নামখ্যাত কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। নিজের লেখায় বলেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা। ১৬ এপ্রিল ছিল তাঁর মৃত্যুদিন। প্রচ্ছদে রয়েছেন তিনি, আছে তাঁর কিছু দুষ্প্রাপ্য কবিতাও।

একবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একাত্তর টেলিভিশন থেকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নামএই দুটো উপন্যাসে জেলেজীবন ও সমাজচিত্র উপস্থাপনের মৌলিকতা আর আন্তরিকতায় কোনটাকে সেরা বলে মনে করেন?

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির কোনো এক রাতের অনুষ্ঠান ছিল এটি। সাহিত্য অনুষ্ঠানই ছিল। অনুষ্ঠানে ছিলেন শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন, লুৎফর রহমান রিটন এবং একজন প্রকাশকতাঁর নাম এখন মনে নেই আমার। প্রশ্নটা করেছিলেন মিথিলা ফারজানা, তিনিই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন। আমাকে চট্টগ্রাম থেকে ওই অনুষ্ঠানে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

কালক্ষেপণ করিনি আমি। উত্তরটা যে আমার জানা ছিল। বলেছিলাম, অদ্বৈতের তিতাস একটি নদীর নাম জেলেজীবনের পাঁচালি। শুধু পদ্মা নদীর মাঝি কেন, পরে গঙ্গা, গহিন গাঙ, গঙ্গা একটি নদীর নাম, অবগাহনএসব জেলেজীবনভিত্তিক যে যে উপন্যাস রচিত হয়েছে, এদের কোনোটিই তিতাস-এর সমতুল্য নয়। নদীপাড়ের কৈবর্তজীবনের অনুপুঙ্খ দলিল বলা যেতে পারে তিতাসকে। আমার মতে, অদ্বৈতের তিতাস এখনো একক এবং তুলনাহীন।

আমার উত্তর অনুষ্ঠানের কেউ মেনে নেননি। শামসুজ্জামান খান ডানে-বাঁয়ে মাথা নেড়েছিলেন। সেলিনা হোসেন অসমর্থনের মৃদু হাসি হেসেছিলেন। রিটন হতবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, এই উত্তরের জন্য তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃত উত্তর তো এটিইজেলেজীবনের বিশ্বস্ত, অকৃত্রিম উপস্থাপন যদি দেখতে চান কেউ, তা শুধু তিতাস-এই খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্যান্য উপন্যাসে খামতি থেকে গেছে। তিতাস---এর চরিত্ররা কল্পনার রসে জারিত নয়, এখানকার ঘর বাড়ি - উঠান, নৌকা-জাল-মাছ-পথঘাট-নদীপাড়সবই বাস্তব এবং জীবন্ত। এই উপন্যাসে আমি আমার ফেলে আসা জীবনকে দেখতে পাই। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলেপাড়া যে গোকর্ণঘাট হয়ে তিতাস-এ চিত্রিত হয়েছে!

যা হোক, আমার উত্তরটির প্রতিক্রিয়া ওই অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আমার শহর চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পর, রাত ১১টা হবে তখন, আমার ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল। ওপার থেকে যিনি কথা বললেন, তাঁকে আমি চিনি, দাশগুপ্ত মশাই। বয়স আমারই মতন, সাহিত্যচর্চা করেন। কোনো ভূমিকা ছাড়া সরাসরি বললেন, 'সাহস তো কম নয় আপনার! বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর জাইল্যারে স্থান দিলেন! অল্পবিদ্যায় ভয়ংকর হয়ে উঠেছেন, না? ছাড়ুন এসব, নইলে...?' দাশগুপ্তবাবু একটু থামার পর বলেছিলাম, 'আমার যা বিশ্বাস, তা-ই বলেছি। আপনার কিছু বলার থাকলে লিখুন না। আর হ্যাঁ, এ রকম ধমকে আর কত দিন পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবেন আমাদের?'

'তবে রে...।' ওপাশ থেকে গর্জে উঠেছিলেন দাশগুপ্তবাবু।

এরপরে জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। চট্টগ্রাম শহরে আমার 'জিনা হারাম' করে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর বর্ণবাদী ছোবলে আমি রক্তাক্ত হয়েছিলাম। যাক, ওটা ভিন্ন একটা অধ্যায়। এই ঘটনায় আমার একটা বড় প্রাপ্তি ঘটেছিল। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে আমি আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলাম। এই লেখা লিখতে লিখতে আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল, তিনি শান্তনু কায়সার। সবাই জানেন, এ দেশে অদ্বৈতকে নতুন করে পরিচয় করিয়েছেন শান্তনু কায়সার। তাঁর লেখাজীবনের সিংহভাগ তিনি ব্যয় করেছেন অদ্বৈতের জন্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণের বাবার নাম সবাই জানেন, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত তাঁর মায়ের নাম জানতেন না কেউ। শান্তনু কায়সারই আবিষ্কার করেছেন অদ্বৈতের মায়ের নামটি। অদ্বৈত-গবেষণার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন এপার বাংলায়-ওপার বাংলায়। তো শান্তনু কায়সারও আমার ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন একদা। পরে অবশ্য তাঁর আর আমার মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে উঠেছিল। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অদ্বৈত স্মরণ মেলার কারণে।

১৯৯৯ সালে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম আমি, মুক্তকণ্ঠ-এর 'খোলা জানালা'য়, নাম ছিল 'পদ্মা-তিতাস-গঙ্গা; ধীবরজীবনভিত্তিক তিনটি উপন্যাস: পর্যালোচনার ভূমিকা'। তিনটি উপন্যাসের ভাষা নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম আমি। লেখাটি পড়ে বেশ অখুশি হয়েছিলেন শান্তনু কায়সার। তাঁর অসন্তুষ্টির কথা পরবর্তী সংখ্যায় চিঠি আকারে জানিয়েছিলেন। তাঁর উষ্মা লেখাটির অপরিপক্বতাকে ছাড়িয়ে আমার গাঁ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। চিঠিটির মোদ্দা বক্তব্য ছিল, এ আবার কে? অদ্বৈতকে নিয়ে লিখেছে! ওই থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতি আমার ভালোবাসার শুরু। দাশগুপ্তে এসে সেই ভালোবাসা আরও গাঢ় হলো।

একসময় দুটো বই আমার হাতে এলঅচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র এবং অচিন্ত্য বিশ্বাসেরই লেখা অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম। বই দুটো আমার সামনে 'অদ্বৈতের দরজা' খুলে দিল। জানতাম, অদ্বৈত চারটি উপন্যাস লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। জানলাম, এগুলো ছাড়া তিনি চারটি ছোটগল্প, ছয়টি কবিতা, অনেক প্রবন্ধ, চিঠিপত্র এবং 'ভারতের চিঠিপার্লবাককে' নামের অসাধারণ এক রাজনৈতিক লেখা লিখেছেন। দ্বিতীয় বইটিতে অদ্বৈতের নিবিড় একটা পাঠ নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন অচিন্ত্য বিশ্বাস।

সেই থেকে অদ্বৈত আমার সঙ্গী, আমার অনুপ্রেরণা। এখন অনেকে আমার লেখাজোখা নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে অদ্বৈতের কথা মনে করিয়ে দেন। বলি, অদ্বৈতের লেখা আমার প্রাণরস; বলি, তিতাস একটি নদীর নামই আমাকে জলপুত্র, দহনকাল, প্রস্থানের আগে, কৈবর্তকথা, নোনাজলে ডুবসাঁতার লিখতে প্রাণিত করেছে।

তবে আরেকজনের কথা ভুলি কী করে! তিনি ব্যাসদেব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। অদ্বৈত যেমন জেলেনির গর্ভে জন্মেছেন, আমিও তেমনি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নও সে রকম। মৎস্যগন্ধা নামের এক জেলেকন্যার সন্তান এই ব্যাসদেব। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ হলেও গীতাকেই প্রকৃত ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, মহাভারত এবং আরও আঠারোটি পুরাণ রচনা করেছেন দ্বৈপায়ন। মহাভারত মহাকাব্য এবং পৃথিবীতে স্মরণীয় সাহিত্যকর্মের একটি। সেই সূত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ঐতিহ্য ব্যাসদেব আর আমার পুরোধা ব্যাসদেব আর অদ্বৈত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরলোকগমন করার ৫৬ বছর পর লিখতে বসলাম আমি। সাধে যে কলম ধরলাম, তা কিন্তু নয়। আমার প্রথম উপন্যাস যখন বেরোয়, তখন আমার ৫৫। বর্ণবাদিতার শিকার হয়েই লিখতে হলো আমাকে। অদ্বৈতও বর্ণবাদী করাত থেকে রেহাই পাননি। তিতাস-এ তার স্পষ্ট উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে যেমন, গরমিলও প্রচুর। দারিদ্র্য আমাদের দুজনকেই কুরে কুরে খেয়েছে। প্রধান গরমিল এটা যে সাঁইত্রিশে মারা গেলেন কবি-স্বভাবী অদ্বৈত, আর সাতষট্টিতেও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি আমি।

তাঁর 'মোদের রাজা মোদের রাণী' কবিতাটি পড়ে ভালো লাগেনি আমার। বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, 'স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাত্র ১২ বছর আগে ব্রিটিশ রাজরানির বন্দনা করে এই কবিতা লিখলেন কেন?' তবে 'ত্রিপুরালক্ষ্মী' কবিতাটি আমার এই বেদনা ভুলিয়ে দেয়। কবিতাটি আত্মজৈবনিক ঢঙে লেখা হলেও দরিদ্র বাঙালির জীবনবৃত্তই যেন এই কবিতায় তৈরি করেছেন অদ্বৈত। একটু উদাহরণ

'অনশনে, অর্ধাশনে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালের মতো রয়েছে পড়িয়া, নাহি মা প্রাণের সাড়া নাহি উৎসবের ধারা প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া।'

২০০৩ সালে আমার নবীনগর সরকারি কলেজে পোস্টিং হয়। নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়ারই একটি উপজেলা। তিতাস নদের শাখাপাড়েই কলেজটি। সকালের দিকে কলরোল থাকলেও দুপুরের পর কলেজটি জনমানবহীন। কলেজ হোস্টেলের চতুর্থ তলায় একা থাকি আমি। জানালা খুললেই তিতাস নদ। শীতল জল। কাকচক্ষুর মতো কালো। সবুজের চাদর বিছানো দুপাড়ে। তিতাস আমায় ডাকে, আয় আয়। বিকেলে নদপাড়ে গিয়ে বসি। অদূরেই ঘাট, গঞ্জ। গঞ্জের কোলাহল। ঘাট থেকে বোট ছাড়ে। যায় কোথায়? কোথায় আবারমউল্লা, উরকুলিয়া, কৃষ্ণনগর গোঁসাইপুর, ভৈরবনগরএসব গাঁয়ের ঘাটে! আর, আর কোথায় যায় বোটটি? বোটের আড়কাঠি আবু তাহের বলে, 'আর যায় গোকর্ণঘাটে। ওটাই বোটের শেষ গন্তব্য।' 'কোন গোকর্ণঘাট?' শুধাই আমি। আবু তাহের অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ভাবে, পাগল নাকি!

অদ্বৈতের জন্মভিটায় গিয়েছিলাম আমি, গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ায়, ভদ্দরনোকদের কাছে যা গাবরপাড়া। সঙ্গে ছিলেন নবীনগর কলেজেরই এক অধ্যাপক, মোক্তার হোসাইন। এক দুপুরে চড়ে বসেছিলাম বোটে। নানা গাঁ-গেরাম ছাড়িয়ে, বহুদূরান্তের জলপথ মাড়িয়ে বিকেল নাগাদ গোকর্ণঘাটে নেমেছিলাম। হাতের কাছে জেলেপাড়াটি। লালমোহন নামের এক প্রবীণ পথ দেখিয়ে মালোপাড়ায় ঢুকিয়েছিলেন। তিনি মালো কি না, জিজ্ঞেস করায় তেড়ে উঠেছিলেন লালমোহন। বলেছিলেন, 'মালো না আমি! আমাদের পদবি মল্লবর্মণ না, শুধু বর্মণ।'

একটু পরেই অদ্বৈতের জন্মভিটার সামনে দাঁড় করিয়ে লালমোহন বলেছিলেন, 'এইডাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভিডা।' মুচকি হেসেছিলাম একটু। নিশ্চয় গভীর কোনো সামাজিক বেদনায় তিনি একটু আগে তাঁর সম্প্রদায়—পদবি অস্বীকার করেছিলেন।

দেখেছিলাম কালো মাটির একচিলতে ভিটায় ছনে ছাওয়া একটা জীর্ণ ঘর দাঁড়িয়ে আছে। একটা টিংটিঙে অধিক বয়সী নারকেলগাছ ঘরটির পাশে। বুঝতে পারছিলাম না, কে কার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেঘরটি গাছের গায়ে, না গাছটি ঘরের গায়ে। ভাবতে ভালো লাগছিল, নারকেলের চারাটি অদ্বৈত রোপণ করেছিলেন। সেবারই সুনীলের সঙ্গে দেখা আমার। একটু আগে তিতাস থেকে ফিরেছে সে। সঙ্গে জাল। আমাকে অদ্বৈতের জন্মভিটার মাটি ছুঁতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছিল সুনীল।

মনোমোহিনী বলেছিলেন, 'সুনীল আমার ছাওয়াল। আমি অদ্বৈতের লতায়-পাতায় বউদি হই। আত্মীয়ের দাবিতে আমরা ওই ভিটাতে থাকি।'

আঁধার ঘন হতে শুরু করেছিল। মোক্তার সাহেব তাগাদা দিয়েছিলেন, 'চলেন স্যার, আমাদের যে অনেক দূর যেতে হবে!'

২০০৩ সালের পর অনেকটা বছর কেটে গেল। তাই বলে অদ্বৈত আমাকে ছাড়েননি। অদ্বৈত ছাড়েননি মানে অদ্বৈত-অনুরাগী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ বারবার আমাকে ডেকে নিয়েছে।

এর মধ্যে ২০১৫ সালে আমাকে আগরতলায় যেতে হলো, সে অদ্বৈত মল্লবর্মণেরই কল্যাণে। অদ্বৈতের ১০১তম জন্মবর্ষ পালিত হচ্ছিল আগরতলার কেসতলিতে। সাতচল্লিশের পর, একাত্তরের সময় লাকসাম-কুমিল্লা-আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৈবর্তরা ওই কেসতলিতে জড়ো হয়েছিল। রুদ্রসাগরকে ঘিরে জেলেদের ঘরবসতি গড়ে উঠেছিল। দেশছাড়া-ছন্নছাড়া মানুষগুলো নিঃসম্বল অবস্থায় ওখানে গিয়েছিল। সঙ্গে করে কিছুই তারা নিতে পারেনি সত্যি, কিন্তু হৃদয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণকে। অনুষ্ঠানে এত বিপুল মানুষ দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলাম আমি। জিজ্ঞেসও করে বসেছিলাম, 'অদ্বৈত কখনো কেসতলিতে আসেননি, অদ্বৈতের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে এই কেসতলির কোনো যোগসূত্র নেই, তারপরও অদ্বৈতের জন্মানুষ্ঠানে এ-ত মানুষ!'

পাশে বসা তফসিলি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলে উঠেছিলেন, 'ভালোবাসা দাদা, অদ্বৈতকে ভালোবাসেন বলেই এঁরা এখানে জড়ো হয়েছেন।'

অদ্বৈত মল্লবর্মণকে নিয়ে গল্প লিখেছি একটা'তিতাসপাড়ের উপাখ্যান'। গল্পটির পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কবি জয়দুল হোসেন, মানবর্ধন পাল আমায় ভালোবাসেন খুব। ওই ভালোবাসা মনির হোসেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। একবার মনির অদ্বৈতের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করলেন। চট্টগ্রাম থেকে আমাকেও ডাকলেন। আমি কবি আইউব সৈয়দকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গিয়ে যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা একদিকে উল্লাসের, অন্যদিকে মর্মবেদনার। যাতনা আর আনন্দেরই ফসল ওই গল্প।

যতবারই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাই, অন্তত একবার ঘুরে আসি গোকর্ণঘাটের জেলেপাড়ায়। সেবারও, মানে ২০১৭-তেও না গিয়ে পারিনি। অন্তর বলেছেযাও, যাও শংকর। ভালোবাসা অন্তরের গলায় জোর জুগিয়েছে।

সেবার যেতে যেতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে বন্ধু মানবর্ধন পাল। সঙ্গী-সাথি নিয়ে মনির হোসেন তো ছিলেনই। পাড়ার গলির মুখে অদ্বৈতের মূর্তি বলে যেটাকে দেখানো হলো আমায়, ভিরমি খেলাম। কিছু জড়ো করা চুন-সুরকির গায়ে ঘন কালো রঙের প্রলেপ।

যাহোক, অদ্বৈতের জন্মভিটাটা তো দেখতেই হয়। গিয়ে দেখলাম, আগেকার ছনের ঘরের জায়গায় টিনের দোচালা। ঘরে ঢোকার পইঠাটা বাঁধানো। একচিলতে উঠান যে ছিল, যেখানে আমি প্রথমবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে আরেকটি ঘর, বেশ শক্তপোক্ত। সুনীলের সঙ্গে সেবারও দেখা। সে আরও বেশি হাড়জিরজিরে হয়ে গেছে। কিন্তু ওই সময়ের তার ক্ষীণকায় সন্তানেরা বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট্ট ঘরটি বুঝি রান্নাঘর। বেশ ভাজিভুজির আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

স্বভাব যায় না মলেআমারও সেই রকম অবস্থা। যেকোনো জেলেপাড়ায় গেলে আমি জেলেসন্তানদের লেখাপড়ার খোঁজ নিই। সেদিনও তা-ই নিচ্ছিলাম। সামনে তখন মালোপাড়ার ছোট-বড় বাচ্চারা আর দু-চারজন প্রবীণ। স্বভাবদোষে বলছিলাম, 'তোমরা লেখাপড়া করবে সবাই। দেখো, আমিও মালো। লেখাপড়া করেছি বলে এই দেখো আমার গায়ে ভালো জামাকাপড়। চাকরিও পেয়েছি আমি ওই লেখাপড়া করার কারণে।'

হঠাৎ কানে কর্কশ এক নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'ভাষাণ দিয়েন না, ভাষাণ দিয়েন না। উফভাষাণ শুইনতে শুইনতে কান ঝালাপালা হইয়ে গেল!' উঠানে দাঁড়ানো এক প্রবীণ গর্জে উঠলেন, 'থামো! তুমি সুনীলের পুতের বউ। কার ভিডায় আছ তোমরা? অদ্বৈত জন্মাইছিলেন বইলেই মানুষ এই গোকর্ণ ঘাটের জাইলাপাড়ায় আহে।'

সেই দিন মাথা নিচু করেই মালোপাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। এই কাণ্ড দেখে স্বর্গ থেকে ছুটি নিয়ে আসা অদ্বৈত মল্লবর্মণও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দেখা অসমাপ্ত রেখে স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন। 'তিতাসপাড়ের উপাখ্যান' গল্পের উপসংহারে লিখেছিলাম আমি:

আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, 'তিতাস একটি নদীর নাম-এর পর তাঁর আর কোন সাহিত্যকর্মের কথা বলবেন আপনি?'

আমি অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্পের কথা বলব। চারটি গল্প তাঁর বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। দু-একটি নতুন গল্প এর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এগুলো এখনো অদ্বৈতের বলে প্রমাণিত হয়নি। স্বীকৃত গল্প চারটি হলো 'সন্তানিকা', 'কান্না', 'বন্দীবিহঙ্গ' ও 'স্পর্শদোষ'। 'সন্তানিকা'র পটভূমি অজানা এক মফস্বল। 'কান্না' গল্পে গোকর্ণঘাট-নবীনগর স্পষ্ট। সব গল্পকে ছাড়িয়ে গেছে 'স্পর্শদোষ' গল্পটি। কুকুর ও মানুষের সম্পর্ককে ছাড়িয়ে 'স্পর্শদোষ' শেষ পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধের গল্প হয়ে উঠেছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মানিকের পদ্মা নদীর মাঝির পর জেলেদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলেন কেন?' বিচক্ষণ অদ্বৈত উত্তর দিয়েছিলেন, 'মানিক তো বাওনেরা পোলা, আমি জাউলার পোলা।' আমাকেও কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, 'জেলেজীবন নিয়ে এত উপন্যাসের পর জলপুত্র, দহনকাল লিখতে গেলেন কেন?' আমি স্বগত উত্তর দিই, 'আগেরগুলো নদীপাড়ের জেলেদের নিয়ে, জলপুত্র, দহনকাল সমুদ্রপাড়ের জেলেদের নিয়ে।' স্পষ্ট করে বলি, 'জেলেদের নিয়ে আমি আর লিখব না, যদি ওদের জীবনবৃত্তান্ত লিখবার জন্য বাংলাদেশে অন্তত দুজন ঔপন্যাসিক কলম ধরেন।'

বড় দুঃখে একদিন লিখেছিলাম

গঙ্গা-পদ্মা-তিতাসপাড়ে,
মাছমারাদের জীবন বাড়ে।
বর্তমানের মল্ল-বসু-মানিক
হিমি-বিলাস-মালা জীবন
লিখুন না আজ খানিক।

কথাটা হয়তো আবেগতাড়িত ঠেকবে অনেকের কাছে, তারপরও লিখছি, অদ্বৈত মল্লবর্মণ আমার আজন্মলালিত উজ্জ্বল স্মৃতি, আমার হৃৎপিণ্ডছোঁয়া মানচিত্র। অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি নদীর নাম। তাঁর লেখাগুলো আমার অস্থিরতার তুমুল গভীরে স্বস্তির শিশিরবিন্দু। অদ্বৈত আমার নিত্যদিনের আনন্দমেলার ঝুমঝুমি। মল্লবর্মণ জলদাসের রত্নখচিত সৌন্দর্য।

জানা—অজানার অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। আরও বিস্ময়কর তথ্য হলো, এখন আমরা তিতাস একটি নদীর নাম—এর যে রূপ দেখতে পাই, সেটি পুরো উপন্যাস নয়, অদ্বৈতের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু এবং পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার সুবোধ চৌধুরী উপন্যাসটির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না-ছেপে, বাহুল্য ভেবে সম্পাদনা করে, এমনকি কিছু কিছু বাদ দিয়ে এটি প্রকাশ করেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের পিতা অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদসংলগ্ন গোকর্ণ গ্রামের হতদরিদ্র জেলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই লেখকের কোনো ছবি পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর যে ছবিটি সব জায়গায় এখন ছাপা হয়, সেটি হাতে আঁকা স্কেচ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণেরা ছিলেন তিন ভাই ও এক বোন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেই সবাই মারা যান। আর তিনি মারা যান অবিবাহিত অবস্থায়। ফলে এখন তাঁর কোনো উত্তরাধিকার বা বংশধর জীবিত নেই।

পুরো জীবনটাই অদ্বৈত কাটিয়েছেন ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অসুস্থতা নিয়ে। উপোস থেকে খালি পেটে, খালি পায়ে কয়েক মাইল হেঁটে স্কুলে গিয়ে নিম্ন শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসে ক্লাস করতেন। কিন্তু বরাবর ভালো রেজাল্ট ছিল তাঁর। ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম শ্রেণি (১৯৩৩) পেয়েছিলেন। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলেও দারিদ্র্যের জন্য আইএ পাস করা হয়নি। এরপর কলকাতায় যান ভাগ্যান্বেষণে। প্রথমে মাসিক ত্রিপুরা, পরে জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক নবশক্তি, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ, নবযুগ, কৃষক ও সাপ্তাহিক দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেছেন।

অদ্বৈতর জন্মস্থান গোকর্ণ গ্রামের সবাই ছিলেন ভয়ানক দরিদ্র। তবু গ্রামবাসীরা মেধাবী বলে চাঁদা তুলে অদ্বৈতকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, শিক্ষিত হয়ে অদ্বৈত তাঁদের সমষ্টিগত দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে ভূমিকা রাখবেন। অদ্বৈতও তাঁদের হতাশ করেননি, স্ব---শ্রেণির দুঃখ---জর্জরিত মানুষের জীবনকাহিনি তিনি লিখে গিয়েছেন মৃত্যুর হাত বেঁধে রেখে।

১৯৪৮ সাল থেকেই গুরুতরভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন অদ্বৈত। সে সময় সবার আগে দেশ কার্যালয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসতেন তিনি। যক্ষ্মারোগের কারণে পারতপক্ষে কারও সামনেই পড়তে চাইতেন না এ লেখক।

জীবদ্দশায় অধিকাংশ বর্ণহিন্দু বড় কবি-সাহিত্যিকই অদ্বৈত মল্লবর্মণকে হীন চোখে দেখতেন। তাঁকে দিয়ে অনুবাদ, ফিচার রচনাএসব কাজ করাতেন। কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁর সাংবাদিক, অনুবাদক, প্রুফ-সংশোধক পরিচয়ের মৃত্যু ঘটে। তিনি জাগরূক হন 'কথাশিল্পী' রূপে।

ভারতের চিঠিপার্লবাককে (১৯৪৪)এটি ছাড়া আর কোনো বই দেখে যেতে পারেননি অদ্বৈত। এটিও একটি চিঠি, মাত্র ২৫ পৃষ্ঠার ছোট বই। অদ্বৈতর সব রচনাই ছড়িয়ে---ছিটিয়ে ছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তাঁর মৃত্যুর পর তিতাস একটি নদীর নাম এবং অন্য দুটি ছোট্ট উপন্যাস (রাঙামাটি ও সাদা হাওয়া), ৫টি গল্প, ১৪টি কবিতা, ১৩টি প্রবন্ধ--- নিবন্ধ---ভূমিকা-টীকা ও নবশক্তির কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রভৃতি নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার রচনাবলি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এসব রচনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে কেবল তাঁর তিতাস একটি নদীর নাম---এর লেখকসত্তাই সুপরিচিত।

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক আরভিংস্টোনের উপন্যাস লাস্ট ফর লাইফ---এর অনুবাদ জীবন---তৃষা নামে অদ্বৈতকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিল দেশ কর্তৃপক্ষ। বলা ভালো, আরভিংস্টোনের এই উপন্যাস ছিল ফরাসি বিপ্লবের সময়ের খনিশ্রমিকদের জীবনকাহিনি নিয়ে।

সূত্র: অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনী ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলি

অদ্বৈতের জন্মভিটায় গিয়েছিলাম আমি, গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ায়, ভদ্দরনোকদের কাছে যা গাবরপাড়া। সঙ্গে ছিলেন নবীনগর কলেজেরই এক অধ্যাপক, মোক্তার হোসাইন। এক দুপুরে চড়ে বসেছিলাম বোটে। নানা গাঁ-গেরাম ছাড়িয়ে, বহুদূরান্তের জলপথ মাড়িয়ে বিকেল নাগাদ গোকর্ণঘাটে নেমেছিলাম। হাতের কাছে জেলেপাড়াটি। লালমোহন নামের এক প্রবীণ পথ দেখিয়ে মালোপাড়ায় ঢুকিয়েছিলেন। তিনি মালো কি না, জিজ্ঞেস করায় তেড়ে উঠেছিলেন লালমোহন। বলেছিলেন, 'মালো না আমি! আমাদের পদবি মল্লবর্মণ না, শুধু বর্মণ।'

একটু পরেই অদ্বৈতের জন্মভিটার সামনে দাঁড় করিয়ে লালমোহন বলেছিলেন, 'এইডাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভিডা।' মুচকি হেসেছিলাম একটু। নিশ্চয় গভীর কোনো সামাজিক বেদনায় তিনি একটু আগে তাঁর সম্প্রদায়—পদবি অস্বীকার করেছিলেন। দেখেছিলাম কালো মাটির একচিলতে ভিটায় ছনে ছাওয়া একটা জীর্ণ ঘর দাঁড়িয়ে আছে। একটা টিংটিঙে অধিক বয়সী নারকেলগাছ ঘরটির পাশে। বুঝতে পারছিলাম না, কে কার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেঘরটি গাছের গায়ে, না গাছটি ঘরের গায়ে। ভাবতে ভালো লাগছিল, নারকেলের চারাটি অদ্বৈত রোপণ করেছিলেন। সেবারই সুনীলের সঙ্গে দেখা আমার। একটু আগে তিতাস থেকে ফিরেছে সে। সঙ্গে জাল। আমাকে অদ্বৈতের জন্মভিটার মাটি ছুঁতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছিল সুনীল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে ২ ট্রেনের সংঘর্ষ, ৭ বগি লাইনচ্যুত, আহত অর্ধশতাধিক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৬।। বাংলাদেশের কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কায় সোনার বাংলা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে সাতটি বগি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এ ঘটনায় অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্টেশন মাস্টার।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কুমিল্লার হাসানপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ির পেছনে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লাকসাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জসিম উদ্দি চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঘটনাস্থল থেকে মৌকরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুদ্দিন আলমগীর বলেন, সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের অন্তত সাতটি বগি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। তবে ঘটনাস্থলে রেলওয়ের কোনো কর্মকর্তাকে দেখা যায়নি। স্টেশন মাস্টার সোহাগ তার কর্মস্থল ত্যাগ করে পালিয়েছেন। পরে আমরা স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করি। তিনি আরও বলেন, যারা আহত হয়েছেন তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক কাউকে দেখা যায়নি। স্থানীয় সূত্র জানায়, বাংলাদেশের ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের হাসানপুর স্টেশনে রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে হাসানপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি মালবাহী ট্রেন অপেক্ষমান ছিল। এসময় একই লেনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢুকে পড়ে মালবাহী ট্রেনটিকে ধাক্কা দেয়।

এতে ৭টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ইফতারের মুহূর্তে ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী ট্রেনটিতে থাকা পুলিশ সদস্য তানভীর জানান, ইফতার করার পর আমরা বসছিলাম হাত ধুইতে। এর মধ্যে একটা ধাক্কা লাগে, আওয়াজ হয়। মনে হয় লাইনচ্যুত হইছে। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে উল্টে গেল। আমরা ছিলাম সামনে। ট্রেনের যাত্রী সাইদুর রহমান জানান, ইফতার করে বসছিলাম। কিছু বুঝে উঠার আগেই হুট করে সব আমাদের মাথার উপর পড়তে লাগল। আমরা উল্টে যাচ্ছি। পরে বুঝলাম, ট্রেন এক্সিডেন্ট করছে।

এদিকে, বাংলাদেশের কুমিল্লায় ট্রেন দুর্ঘটনায় চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে শিডিউল বিপর্যয়ের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকেই এই রুটে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। দুটি ট্রেনের মোট সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। যা উদ্ধারে উদ্ধারকারী ট্রেন পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনার পরপরই ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

দিল্লিতে বাড়ি ভেঙে আহত ৮

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লির টেগর গার্ডেনে এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর ভেঙে পড়ল একটি তিন-তলা বহুতল। ওই বাড়িতে ৮ জন সেই সময় ছিল, সকলেই আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে দিল্লির জাওয়ালপুরি এলাকার কুনওয়ার সিং নগরে, নাংলোই রোডের একটি বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পায় দমকল। ঘরের মধ্যে থাকা এলপিজি সিলিন্ডারের বিস্ফোরণে বাড়িটি ভেঙে পড়ে।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময় বাড়িতে থাকা ৮ জন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই। আহতদের দমকল কর্মীদের সাহায্যে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সেনাছাউনিতে গুলিকাণ্ডে ধৃত এক

ভাটিন্ডা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সেনাছাউনিতে সেনার ৪ জওয়ানকে গুলি করে হত্যা মামলায় সেনারই এক জওয়ানকে গ্রেফতার করল পঞ্জাব পুলিশ। ধৃতের নাম মোহন দেশাই। সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সে স্বীকার করেছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে গুলি করে ওই ৪ জওয়ানকে খুন করেছে সে। ঘুমের মধ্যেই সে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তাঁদের খুন করে।

গত বুধবার ভোরে ভাটিন্ডা সেনা ছাউনিতে ঘুমন্ত জওয়ানদের উপর গুলি চালানো হয়। ওই ঘটনায় নিহত হন ৪ সেনা জওয়ান। গুলিকাণ্ডের পর সেই ঘটনার তদন্তে নামে পঞ্জাব পুলিশ। দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তেরা সাদা কুর্তা-পায়জামা পরে ওই ছাউনিতে প্রবেশ করে। তাঁদের সঙ্গে একটি ইনসাস রাইফেল এবং একটি কুড়াল ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গুলি চালানোর ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীদের যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ।

ভয়াবহ লড়াই চলছে সুদানে; মৃত্যু বেড়ে ৯৭

সুদান, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর আফ্রিকার সুদানে, সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সংঘর্ষের মাঝে পড়ে এ পর্যন্ত ৯৭ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ভারতীয়ও রয়েছেন। অ্যালবার্ট অগাস্টাইন নামে ওই ব্যক্তি সুদানের ডাল গ্রুপ কোম্পানীতে কাজ করতেন। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এক টুইট বার্তায় শোক ব্যক্ত করে, পরিবারকে পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।

সুদানের রাজধানী খার্তুম সোমবার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে, সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই এদিন তৃতীয় দিনে পড়েছে। সুদানের রাজধানীতে ভারী গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৯৭-এ পৌঁছেছে, আহতের সংখ্যা প্রচুর। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুদানের রাজধানীতে এই মুহূর্তে ভয়াবহ লড়াই চলছে।

অন্নপূর্ণায় ভারত-পাকিস্তানের ৩ পর্বতারোহী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ভারত ও পাকিস্তানের ৩ পর্বতারোহী মিলে পৃথিবীর দশম সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা জয় করলেন। সোমাবার সকালে ৩ শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের নাইলা কিয়ানি ও শেহরোজ কাশিফ এবং ভারতের অর্জুন বাজপেয়ী মিলে এই অসাধ্য সাধন করেন। নেপালের গণ্ডকি অঞ্চলে অবস্থিত অন্নপূর্ণা শৃঙ্গের উচ্চতা ৮,০৯১ মিটার। নাইলা কিয়ানি হলেন পাকিস্তানের প্রথম পর্বতারোহী যিনি পৃথিবীর দশম সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা জয় করলেন। দুই সন্তানের জননী এবং দুবাইয়ের একজন ব্যাঙ্কার কিয়ানি, সোমবার সকালে ৬.৩০ মিনিট থেকে সাতটার মধ্যে বিশ্বের দশম উচ্চতম পর্বতের চূড়ায় পৌঁছন।

নবি মুম্বইয়ে দাবদাহে মৃত্যু ১১ জনের; আর্থিক সাহায্য ঘোষণা

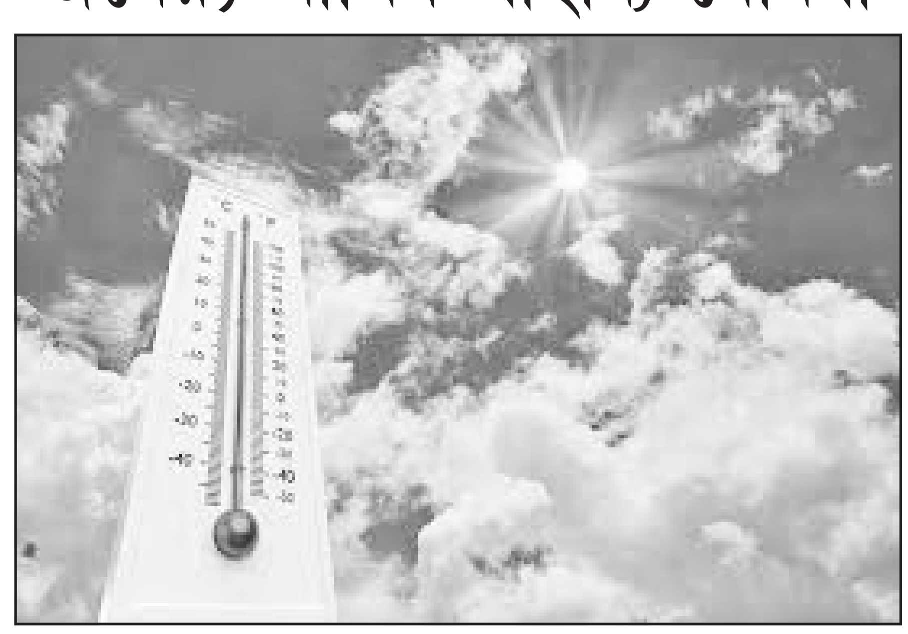

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): নবি মুম্বইয়ের খারঘরে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার অনুষ্ঠানে তীব্র দাবদাহে প্রাণ হারিয়েছেন ১১ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ২০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থরা এমজিএম কামোথে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, মৃতদের পরিজনকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অসুস্থদের চিকিৎসা চলছে, তাঁদের শারীরিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

অসুস্থদের দেখতে এমজিএম কামোথে হাসপাতালে যান উদ্ধব ঠাকরে, আদিত্য ঠাকরে ও এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার। অসুস্থদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা। উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, ৪-৫ জনের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে দু''জনের অবস্থা গুরুতর। অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়নি। কে এই ঘটনার তদন্ত করবে? অজিত পওয়ার বলেছেন, 'আমরা দেখেছি যে একজন রোগী ভেন্টিলেটরে রয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা গুরুতর। বাকিরা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন......এটা খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা...তদন্ত হওয়া দরকার।' অত্যধিক গরম ও রোদের দাপট কমছেই না, তীব্র দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা কলকাতা ও সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ১৫টি জেলায় আগামী শুক্রবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে, উত্তরবঙ্গের মালদহ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিছু অংশেও বুধবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।কলকাতায় সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি ওপরে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে গরম যে আরও বাড়বে তা বলাইবাহুল্য। গরম কমার আপাতত কোনও লক্ষণই নেই, বৈশাখী দহনে পুড়ছে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। গত কয়েক দিনের মতো সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি ছিল। সকাল থেকেই চড়া রোদের দাপট। ভ্যাপসা গরমে হিমশিম সকলে। এই পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখাতে পারেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বিষমদের মৃত্যু বেড়ে ৩২

পাটনা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): বিহারে বিষমদের আতঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিহারের মোতিহারিতে সোমবার সকাল পর্যন্ত বিষমদ কান্ডে মোট ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও, প্রশাসন জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা ২২। বিহারে পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে বিষমদ কাণ্ডে আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩২।

মোতিহারি এবং মুজফরপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ১০৮ জন। তল্লাশি অভিযানে ৬ হাজার লিটারেরও বেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অবৈধ মদের রমরমা রুখতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে মোতিহারি পুলিশ।

ডিএ-জট কাটাতে কর্মী সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসতে হবে রাজ্যকে

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠতে বসবে রাজ্য। সংগঠনকেও রাজ্যের সঙ্গে বসতে হবে বলে নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ১০ দিনের মধ্যে বৈঠক ডাকতে হবে রাজ্যকে। উচ্চ আদালত বলেছে, রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে কমিটি তৈরি হবে। সংগঠনের তরফে পাঁচ জন সদস্য ওই বৈঠকে থাকবেন। এরই মধ্যে বৈঠকের দিন ঠিক করতে হবে। এরই পাশাপাশি, কর্মচারী ফেডারেশনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে, তাই আপাতত কোনও কর্মবিরতির পথে হাঁটবেন না। প্রসঙ্গত, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে গত ৬ এপ্রিল ১২ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল কর্মচারীদের সংগঠনের জোট সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। কর্মবিরতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। তার শুনানিতে এ দিন আদালত আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারকে বিক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করার নির্দেশ দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে গত ১০ এবং ১১ এপ্রিল দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না কর্মসূচি পালন করে এসেছেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের প্রায় ৫০০ জন সদস্য।

শেষমেশ কংগ্রেসেই যোগ দিলেন জগদীশ শেত্তর, বললেন টিকিট না পাওয়ায় আমি হতবাক

বেঙ্গালুরু, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): শেষমেশ কংগ্রেসেই যোগ দিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা ও কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেত্তর। সোমবার সকালে বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন জগদীশ। জগদীশের ''হাত শিবিরে'' যোগদানের সময় উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার ও কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা, সিদ্দারামাইয়া, কে সি বেণুগোপাল প্রমুখ। প্রসঙ্গত, রবিবার বিজেপি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগদীশ।

সোমবার সকালে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর জগদীশ বলেছেন, 'গতকাল আমি বিজেপি ছেড়েছি, আর সোমবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি। বিরোধী নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছেন। বিজেপি আমাকে প্রতিটি পদ দিয়েছে এবং দলের কর্মী হিসেবে আমি সবসময় দলের উন্নতির জন্য কাজ করেছি।' জগদীশ আরও বলেছেন, 'প্রবীণ নেতা হিসেবে আমি ভেবেছিলাম টিকিট পাব, কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে আমি তা পাচ্ছি না, আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি অথবা বোঝানোর চেষ্টাও করেনি, আমি কী পদ পাব সে বিষয়ে আশ্বাসও দেয়নি।' জগদীশের কথায়, 'আমি মনেপ্রাণে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি। ডি কে শিবকুমার, সিদ্দারামাইয়া, রণদীপ সুরজেওয়ালা এবং এম বি পাটিল-সহ কংগ্রেস নেতারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যখন তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, আমি কোনও চিন্তা ছাড়াই এসেছি।' বিজেপিতে জগদীশ শেত্তরের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়েছে, তা কোনও দলের কারও সঙ্গে হওয়া উচিত নয়। এমনই মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। সোমবার জগদীশ শেত্তরকে কংগ্রেসের স্বাগত জানিয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'বিজেপিতে তাঁর (জগদীশ শেত্তর) সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়েছে, কোনও দলের কারও সঙ্গে হওয়া উচিত নয়। তিনি এখন মর্মাহত এবং তাঁর সম্প্রদায় এবং সমর্থকরা বিজেপি দ্বারা অসম্মানিত হয়েছে। জগদীশ শেত্তর আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর, আমরা ১৫০টিরও বেশি আসনে জিতব। তাঁর যোগদান দলকে চাঙ্গা করবে।' সোমবারই সিদ্দারামাইয়া-সহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন জগদীশ। প্রাক্তন এই বিজেপি নেতাকে স্বাগত জানিয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেত্তরকে আমাদের দলে স্বাগত জানাই। কর্ণাটকে তিনি একজন ভদ্র রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। যদিও তিনি আরএসএস থেকে এসেছেন, তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি। আমি তাঁর সঙ্গে বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাজ করেছি এবং আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন তিনি বিরোধী দলনেতা ছিলেন। তিনি বিজেপিতে একজন সৎ দলীয় কর্মী ছিলেন এবং সর্বদা দলের সঙ্গে ছিলেন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়।'

অভিষেককে এখনই জেরা নয়; স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, ২৪ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): কুন্তল ঘোষের চিঠির বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না সিবিআই ও ইডি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২৪ এপ্রিল তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের আবেদন শুনতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়ে অভিষেককে স্বস্তি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কুন্তল ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গে নির্দেশনামায় বলেছিলেন, প্রয়োজনে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক। সেই মামলায় হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ২৪ এপ্রিল অভিষেকের আবেদনের শুনানি হবে। ততদিন জেরা করা যাবে না তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদকে।

পঞ্জাবে বিজেপি নেতার বাড়িতে দুষ্কৃতী-হামলা, গুলি চালিয়ে পলাতক অভিযুক্তরা

অমৃতসর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবে বিজেপি নেতা বলবিন্দর গিলের বাড়িতে হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। রবিবার রাতে ঘটনাটি পঞ্জাবের জান্দিওয়ালা গুরু এলাকায় ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীদের মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল। পঞ্জাব বিজেপির এসসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বলবিন্দরকে উদ্দেশ করে গুলি চালিয়ে আততায়ীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। রবিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজের বাড়িতে সময় কাটাচ্ছিলেন বলবিন্দর। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে দরজা খুলতে যান তিনি।

দরজা খোলার পর সামনে কাপড়ে মুখ ঢাকা দুই ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন বলবিন্দর। বলবিন্দরকে সামনে দেখে নেতাকে উদ্দেশ করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান দুই দুষ্কৃতী। গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। গুরুতর আহত অবস্থায় বলবিন্দরকে উদ্ধার করা হয়। বলবিন্দরের চোয়ালের নীচে গুলি লাগে বলে জানা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী কে ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় বলবিন্দরকে। অস্ত্রোপচারের পর এখন সুস্থ রয়েছেন বলবিন্দর। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে। কে ডি হাসপাতালে চিকিৎসক ডাঃ রণধীর জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রবিবার রাত ১০টা নাগাদ বলবিন্দরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুলেটটি তাঁর চিবুকে লেগেছিল, নিচের হাড়ও ভেঙে গিয়েছে। তিনি বিপদমুক্ত।

সিবিআইয়ের আবেদনে সাড়া, জেলে গিয়ে কুন্তল ঘোষকে জেরার অনুমতি দিল আদালত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করল আলিপুর আদালত। কুন্তলকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন সিবিআই তদন্তকারীরা। সোমবার সেই আবেদন মঞ্জুর করলেন বিচারক।

আলিপুর আদালতের নির্দেশ দিনের বেলায় জেলে গিয়ে জেরা করতে পারবে সিবিআই। পাশাপাশি সিবিআইকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন জেল সুপার, সেই নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি। খতিয়ে দেখতে হবে সংশোধনাগারের সিসিটিভি ফুটেজ।

এর আগে কুন্তল ঘোষ অভিযোগ তুলেছিলেন, জেল হেফাজতে তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। এই মর্মে আদালতকে চিঠিও লেখেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে মামলাও হয়। সোমবারই সেই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বস্তি মিলেছে সুপ্রিম কোর্টে। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত সেই মামলায় স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে।এরই মাঝে কুন্তলকে এ বিষয়ে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আলিপুর আদালতে আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। সেই আবেদনে আজ সাড়া দিয়ে বিচারক তা মঞ্জুর করেছেন। বিচারকের এই নির্দেশের কপি অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের আইনজীবীকেও দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সিবিআই যে কোনও সময়েই প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে কুন্তলকে জেরা করতে পারে। এছাড়া সেখানে কুন্তলের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসছেন, তাঁদের নাম রেজিস্ট্রার করানো ও সিসিটিভি ফুটেজের দিকে নজর রাখারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মঙ্গলগ্রহে শব্দতরঙ্গ প্রবাহের গতি পৃথিবীর তুলনায় কম, নতুন গবেষণায় জানাল নাসা

মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালাচ্ছে নাসার পাঠানো রোভার পারসিভেরান্স। লালগ্রহের পৃষ্ঠদেশে নাসার মার্স রোভার পারসিভেরান্স অনেক ধরনের শব্দ রেকর্ড করেছে। আর সেই বিভিন্ন শব্দ ভালভাবে খতিয়ে দেখার পর বৈজ্ঞানিকরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, মঙ্গলগ্রহে শব্দ তরঙ্গ ভিন্ন ভাবে কাজ করে। তাঁদের গবেষণায় উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহে শব্দ অনেক ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়। এখানে শব্দ তরঙ্গের কথাই বলা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীতে যে গতিতে শব্দ তরঙ্গ ধাবিত হয়, তার থেকে কম গতিতে মঙ্গলের বুকে প্রবাহিত হয় শব্দ তরঙ্গ। মূলত বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের উপর শব্দ তরঙ্গ প্রবাহের গতি নির্ভর করে। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলীয় স্তর পৃথিবীর তুলনায় অনেক পাতলা। আর সেই কারণেই পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহের গতি কম।

আমাদের পৃথিবীতে শব্দ তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে ৩৪৩ মিটার গতিতে প্রবাহিত হয়। তবে গভীর জলে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহের এই গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৪৮০ মিটার হয়ে যায়। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় এমনটা লক্ষ্য করা গিয়েছে। অর্থাৎ শব্দ তরঙ্গ অধিক ঘনত্বের জায়গায় গেলে তা প্রবাহের গতি বাড়ে। আর তুলনায় কম ঘনত্বের স্থানে থাকলে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহের গতি কমে যায়। মঙ্গলগ্রহে এমন একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে যা পৃথিবীর তুলনায় ১০০ গুণ পাতলা। মূলত কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়েই তৈরি হয়েছে এই আস্তরণ।

মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন অংশ থেকে রেকর্ড করা শব্দ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, লালগ্রহের মধ্যে এক এক জায়গায় শব্দ তরঙ্গের প্রবাহ এক এক রকমের।

কোথাও সেকেন্ডে ২৪০ মিটার শব্দতরঙ্গের গতি। কোথাও বা প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ মিটার। নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহের ক্ষেত্রে গতির হেরফের এর আগে লক্ষ্য করা যায়নি। সম্প্রতি নেচার জার্নালে নিজেদের আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণে কথা প্রকাশ করেছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কারণে মঙ্গলগ্রহ বরাবরই খুব শান্ত প্রকৃতির। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় লালগ্রহে।

বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় বায়ুমণ্ডলের চাপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২০ সালের জুলাই মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল মার্স রোভার পারসিভেরান্স এবং মার্স হেলিকপ্টার ইনজেনুইটি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করেছিল পারসিভেরান্স ও ইনজেনুইটি। তারপর থেকে লালগ্রহের পৃষ্ঠদেশে অতীতের প্রাণের সন্ধান করছে নাসার পাঠানো এই দুই যন্ত্রাংশ। বহু বছর আগে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কিনা, সেই সন্ধানেই নেমেছে মার্স রোভার ও কপ্টার।

বিশ্বব্যাপী পুরুষরা বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ

একজন পুরুষ পরিবারের সবার জন্য অর্থ উপার্জন করবে, সবার দায়িত্ব বহন করবে, জীবনে সফল হবে, সবার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে- সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন পুরুষ হয়ে ওঠার এই সামাজিক শিক্ষা জন্ম থেকেই তার ঘাড়ে বিশাল এক বোঝা চাপিয়ে দেয়। তার কাছ থেকে আশা করা হয় এসব চাপে পুরুষ ভেঙে পড়বে না। পুরুষ দুর্বলতা প্রকাশ করবে না। সমাজবিজ্ঞানী সামিনা লুৎফা বলছেন, কেন বংশ পরম্পরায় পুরুষ এই শিক্ষা বহন করে চলেছে। তিনি বলছেন, 'এটাকে আমরা বলি জেন্ডার রোল। সমাজ নারী ও পুরুষের জন্য শ্রম বিভাজন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ তার কাছ থেকে এটা কেন চায়, তার উত্তর জানতে হলে আমাদের অনেক পেছনের দিকে যেতে হবে।'

'মূলত আমরা দেখেছি যে এর সাথে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার একটা সম্পর্ক আছে। এই যে রোল অ্যাসাইনমেন্ট, সেটা সমাজ করেছে নানান কারণে। ফেমিনিস্টরা বলবেন সমাজ এটা করেছে পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য, অন্যদিকে ফাঙ্কশনালিস্টরা বলবে এটা অর্ডার মেইনটেইন করবার জন্য জরুরী। সেখান থেকেই শুরু।'

'কিন্তু এখনো নানা ফর্মে এই জেন্ডার রোল বহন করে চলেছি। সেটাকে বদলে দেয়া, সাংস্কৃতিক উপাদানকে খুব দ্রুত ফেলে দেয়া সহজ নয়,' বলেন তিনি।

পুরুষ নিজেই কি পিতৃতন্ত্রের শিকার : বিশ্বব্যাপী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতা, অর্থ, সম্পদের মালিকানা এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতা হিসেবে পুরুষের অবস্থান নারীর উপরে। তাই মনে করা হয় পিতৃতন্ত্র পুরুষকে শুধু সুবিধাই দেয়। কিন্তু নৃবিজ্ঞানী জোবাইদা নাসরিন মনে করেন নিজের তৈরি পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে পুরুষ নিজেই বন্দী হয়ে রয়েছে। তার ভাষায়, 'পুরুষতান্ত্রিকতার ভিক্টিম কিন্তু পুরুষরাও। তাদের উপর একটা বাড়তি চাপ থাকে যে তাকে চাকরি পেতেই হবে, সংসারের হাল ধরতে হবে, সে যখন বিয়ে করবে তখন স্ত্রীর খরচ দিতে হবে - এটা একটা বিশাল মনস্তাত্ত্বিক চাপ।'

'কিন্তু চাপের মধ্যে থাকলেও কাউকে কিছু বলা যাবে না। বললে তাকে দুর্বল মনে করা হবে। ছোট বেলা থেকে তাকে যেভাবে তৈরি করা হয়, পুরুষের যে কাঠামো সেটা কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতারই ছকে তৈরি। পুরুষরা যে পুরুষতান্ত্রিকতার ভিকটিম, এই বেড়াজাল থেকে সে কিভাবে বের হবে সেই তরিকাটা খুঁজে বের করা জরুরি,' বলেন তিনি।

উপেক্ষিত পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য :

কিন্তু এই বেড়াজাল থেকে বের হতে না পারা, এসব বিষয় নিয়ে কথা না বলা, অথবা বলতে না পারার ফল হলো বিশ্বব্যাপী পুরুষরা বেশি আত্মহত্যা করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বিশ্বব্যাপী নারীদের তুলনায় পুরুষরা দ্বিগুণ সংখ্যায় আত্মহত্যা করে। ব্যাপক মানসিক চাপে নানা ধরনের শারীরিক অসুখে বেশি ভোগেন পুরুষেরা। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নারীদের তুলনায় পুরুষের গড় আয়ু কম।

''কান পেতে রই'' বাংলাদেশে মানসিক সহায়তা বিষয়ক একটি হেল্পলাইন। বেসরকারী এই সংস্থাটি বলছে, ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে এবছরের মে মাস পর্যন্ত তাদের হেল্পলাইনে ফোন করে কাউন্সেলিং চেয়েছেন প্রায় ১৩ হাজার মানুষ। তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি। এই পুরুষদের মধ্যে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সীরা সবচেয়ে বেশি কল করেছেন। সংস্থাটির সমন্বয়ক অরুণ দাস বলছেন, বেশিরভাগই তাদের মানসিক কষ্টের উৎস হিসেবে উপার্জনের চাপের কথা উল্লেখ করেন। 'তাদের একটা বড় অংশ সম্পর্ক নিয়ে সমস্যার কথা বলেন এবং মূলত মেয়েরাই এবিষয় নিয়ে বেশি কথা বলেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে কাজ বিষয়ক ইস্যু বেশি পাওয়া যায়- কারো হয়ত চাকরি চলে গেছে, অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, যে কারণে মানসিক চাপ- এসব বিষয় নিয়ে পুরুষরা কল করেন বেশি। আর একটা বিষয়ে পুরুষদের কাছ থেকে আমরা কল পাই সেটা হচ্ছে অ্যাডিকশন।'

ব্যর্থতার গ্লানি :

অরুণ দাস বলছেন, যথেষ্ট উপার্জন করতে না পারা এবং পরিবারের জন্য দায়িত্ব পালন করতে না পারার জন্য অনেক পুরুষ ব্যর্থতার গ্লানিও বহন করেন, যা তার জন্য একটি বড় মানসিক চাপ। মানবসম্পদ নিয়ে কাজ করেন মোহাম্মদ ওমর সিদ্দিক। তার ভেতরে কিভাবে ব্যর্থতার ভয় কাজ করে সেটি বর্ণনা করে তিনি বলছিলেন, 'যেকোনো ভাবেই হোক আমাকে উপার্জন করতে হবে, এই চাপ আমার মধ্যে সবসময় ছিল।' 'যাতে আমি আমার পরিবার, আমার উপর যারা পুরোপুরি এবং আংশিকভাবে নির্ভরশীল তাদেরকে যাতে আমি সোসাইটির স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক সাপোর্ট দিতে পারি। আমার কাছে ফিয়ার অফ ফেইলিউর হলো যথাযথ সাপোর্ট তাদেরকে না দিতে পারা।' মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার বলছেন, বেশিরভাগ সময় পুরুষদের প্রবণতা হচ্ছে ছোটখাটো মানসিক উদ্বেগকে গুরুত্ব না দেয়া। অনেক বড় ধরনের মানসিক সমস্যা নিয়ে সবকিছু ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি হলে তখনই পুরুষরা তাদের শরণাপন্ন হন। তবে তিনি বলছেন, পুরুষ তার ভূমিকা পালন করার জন্য সমাজের যে স্বীকৃতি ও ক্ষমতা পান সে কারণে তিনি নিজেও এসব দায়িত্বকে চাপ মনে করেন না। তার মতে, 'সমাজ তাকে যে দায়িত্ব দেয় সেটাকে সে চাপ হিসেবে দেখে না। কারণ হলো ছোট বেলা থেকেই তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক ধারনা দেয়া হয়েছে।' 'এই যে এত কাজ করছে, টাকা আয় করছে- এটার জন্য সে এক ধরনের পাওয়ার হোল্ড করছে। খুব স্বাভাবিক যে সেই পাওয়ারের জায়গাটা তারা ছাড়তে চাইবেন না। তাই এত দায়িত্বকে সে আর নেগেটিভলি দেখতে পারে না। এটা যে তার প্রতি এক ধরনের অন্যায়ও সে সেটা সেভাবে চিহ্নিতও করতে পারে না,' বলেন তিনি।

রিয়েলমি'র ২য় বর্ষপূর্তিতে ৯ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সাথে ক্যাশব্যাক অফার একাধিক প্লাটফর্মে

২য় বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে, ক্যানালিসের প্রতিবেদন অনুসারে দেশের সেরা স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি। এ উপলক্ষ্যে গ্রাহকের জন্য দারাজ এবং পিকাবুতে থাকছে ৯ু পর্যন্ত ছাড়ের সাথে ক্যাশব্যাক অফার।

২২-২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলমান ক্যাম্পেইনে দারাজে রিয়েলমি জিটি নিও ২ পাওয়া যাবে বিশেষ অফারে মাত্র ৩৭,৭১৮ টাকায়। সাথে রিয়েলমি জিটি মাস্টার এডিশন কেনা যাবে মাত্র ৩২,৩১৪ টাকায়। রিয়েলমি ৮ ৫জি কেনা যাবে মাত্র ২১,১৭৮ টাকায় এবং রিয়েলমি ৮ পাওয়া যাবে মাত্র ২১,৪৮৬ টাকায়। সাথে দারাজ থেকে বিশেষ অফারের সাথে থাকবে ১২ মাস পর্যন্ত ০ু ইন্টারেস্টে ইএমআই সুবিধা। পাশাপাশি ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত প্রথম ২০ জন গ্রাহক পাবেন অতিরিক্ত ছাড়ের জন্য বিশেষ ভাউচার। উক্ত সময়ে দারাজ প্লাটফর্মে উপস্থিত প্রথম ২০ জন পাবেন এই অতিরিক্ত ছাড় সুবিধা।

এছাড়া, বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পিকাবুতে নগদ ক্যাশব্যাকের মাধ্যমে রিয়েলমি সি২৫ওয়াই পাওয়া যাবে মাত্র ১২,৩৯০ টাকায়, রিয়েলমি সি২৫এস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৪,৪৯০ টাকায়। এছাড়াও রিয়েলমি নাইন আই পাওয়া যাবে মাত্র ১৮,২৯০ টাকায়। এছাড়াও দারুণ সব ছাড় থাকছে রিয়েলমি'র প্রতিটি স্মার্টফোনে।

শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল টেকনোলজি মার্কেট অ্যানালিস্ট ফার্ম ক্যানালিসের প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট অনুসারে, ২০২১ সালের ৪র্থ প্রান্তিকে শিপমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাজারে স্মার্টফোন নির্মাতা হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করেছে রিয়েলমি। দেশের বাজারে ৪র্থ প্রান্তিকে ৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও ২০ শতাংশ ইউনিট স্মার্টফোন শেয়ার অর্জন করার মাধ্যমে ১ নম্বর অবস্থানে উঠে এসেছে রিয়েলমি।

আগামী তিন বছরে তরুণ ব্যবহারকারীদের জন্য ১০ কোটি ৫জি ফোন অফার করার লক্ষ্যে ৫জি পণ্যগুলির একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও তৈরি করছে জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ডটি। সাশ্রয়ী মূল্যের ৫জি ফোনের পাশাপাশি, রিয়েলমি তরুণ গ্রাহকদের কাছে আরও এআইওটি পণ্য নিয়ে আসবে; কারণ রিয়েলমি উন্নত '১ৃ৫টি' কৌশল নিয়ে এআইওটি ২.০ বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

আসুসের নতুন ল্যাপটপ

প্রযুক্তি ও সংগীতকে একীভূত করতে বিখ্যাত ব্রিটিশ শিল্পী অ্যালান ওয়াকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে নতুন ল্যাপটপ নিয়ে এসেছে তাইওয়ানের বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আসুস। আসুস রগ জেফিরাস জি১৪ অ্যালান ওয়াকার স্পেশাল এডিশন নামে ল্যাপটপটি বাজারে আনা হয়েছে।

আসুস রগ জেফিরাস জি১৪ অ্যালান ওয়াকার স্পেশাল এডিশন ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে উইন্ডোজ ১০ দেয়া হয়েছে। এতে ১৪ ইঞ্চির কিউএইচডি আইপিএস ডিসপ্লে দেয়া হয়েছে। যার রেজল্যুশন ২৫৬০ড়১৪৪০, রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ। এতে শতভাগ ডিসিআই পিথ্রি কাভারেজ, প্যানটোন ভ্যালিডেশন ও অ্যাডাপ্টিভ সিংক সুবিধা রয়েছে।

বিশেষ এই ল্যাপটপে এএমডি রাইজেন আর৯-৫৯০০এইচএস প্রসেসরের সঙ্গে ৪ জিবি জিডিডিআর৬ এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৩০৫০ টিআই জিপিইউ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এতে ৩ হাজার ২০০ মেগাহার্টজের ১৬ জিবি ডিডিআরফোর র‍্যাম এবং ১ টেরাবাইটের এম.২ এনভিএমএ পিসিআইই৩.০ড়২ এসএসডি স্টোরেজ দেয়া হয়েছে।

আসুস রগ জেফিরাস জি১৪ অ্যালান ওয়াকার স্পেশাল এডিশন ল্যাপটপে দুটি ২.৫ ওয়াটের স্পিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া এতে ডলবি অ্যাটমসের ০.৭ ওয়াটের টুইটারের পাশাপাশি টু ওয়ে এআই নয়েজ ক্যান্সেলেশন সুবিধাযুক্ত ইন বিল্ট মাইক্রোফোনও রয়েছে।

স্মার্টফোনের সঠিক চার্জার বেছে নেয়ার উপায়

স্মার্টফোনের নিত্যসহচর চার্জার। ফোনকে চার্জ করাই যার কাজ। তাই ফোনের জন্য সঠিক চার্জার বেছে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বেশিরভাগ ফোনের বক্সেই চার্জার থাকে। তবে কিছু কিছু হ্যান্ডসেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফোনের সঙ্গে চার্জার দেয় না। আবার নানা কারণে ফোনের চার্জার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন ফোনের জন্য সঠিক চার্জার কিনতে হয়। জেনে নিন সঠিক চার্জার বেছে নেয়ার উপায়।

ব্যাটারি কনফিগারেশন

ফোনের ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য একাধিক সার্কিট ব্যবহার হয়। এছাড়াও চার্জিং পোর্ট, কুলিং প্রযুক্তি, অতিরিক্ত কারেন্ট সরবরাহ বন্ধের মতো ফিচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনার ফোনে সর্বোচ্চ ২০ওয়াট চার্জিং সাপোর্ট থাকলে ৬৫ ওয়াট বা ১২০ ওয়াটের চার্জার ব্যবহার করে কোন পার্থক্য বুঝতে পারবেন না। কারণ আপনার ফোনের সার্কিটে সর্বোচ্চ ২০ ওয়াট চার্জিং সাপোর্ট ব্যবহৃত হয়েছে।

সেরা চার্জার

আপনার ফোন কেনার সময় বাক্সে যে চার্জারটি দেওয়া হয়েছিল সেটাই আপনার ফোনের জন্য সেরা চার্জার। তবে আপনি যদি এমন কোন ফোন কিনে থাকেন যে ফোনের বাক্সে কোন চার্জার ছিল না তাহলে ফোনের সর্বোচ্চ চার্জিং স্পিডসহ যে কোন চার্জার কিনতে পারেন। তবে স্থানীয় কোম্পানির চার্জার না কিনে ভালো কোম্পানির চার্জার কিনুন। এতে আপনার শখের ফোনের আয়ু বাড়বে।

বাক্সে চার্জার না থাকলে কী করবেন? আপনি যদি এমন কোন স্মার্টফোন কিনে থাকে যে স্মার্টফোনে কোন চার্জার নেই তবে ফোনের ওয়েবসাইটে গিয়ে সর্বোচ্চ চার্জিং স্পিড দেখে নিয়ে সেই স্পিডের চার্জার কিনে নিন। যে কোম্পানির ফোন কিনেছে সেই কোম্পানির চার্জার কেনা বাধ্যতামূলক নয়। তবে স্থানীয় কোম্পানির চার্জার এড়িয়ে চলুন।

ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি

ফাস্ট চার্জিংয়ের ফলে ফোনের ব্যাটারির আয়ু দ্রুত কমতে শুরু করে। তাই দ্রুত চার্জ হলেও এই প্রযুক্তির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা রয়েছে। তবে ব্যাটারির আয়ু বাড়াতে আজকাল ফোনে দুইটি পৃথক ব্যাটারি ব্যবহার করছে কোম্পানিগুলো। খুব দ্রুত চার্জিংয়ের প্রয়োজন না হলে ২০ থেকে ৩০ ওয়াটের স্পিডের চার্জার ব্যবহার করতে পারেন। এতে আপনার ফোনে দীর্ঘদিন ভালো ব্যাটারি ব্যাক আপ পাবেন।

মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির আকর্ষণীয় রূপের ছবি শেয়ার করল নাসা, মুগ্ধ নেটিজেনরা

কখন কসমিক রোজ আবার কখন রেডিয়ো বিস্ফোরণের ছবি প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার। এবার আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির ছবি শেয়ার করে তাক লাগালো নাসা। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির হিংসাত্মক রূপ দেখল বিশ্ববাসী। সম্প্রতি নাসা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অতিশয় শক্তিশালী, হিংসাত্মক নক্ষত্রগুচ্ছের ছবি পাঠিয়েছে। যা একটা শহরের সঙ্গে তুলনা করেছে নাসা। গত দু-দশক ধরে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা কোটি কোটি তারা এবং অজস্র ব্ল্যাকহোলের ছবি তুলছে চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি। এর মাধ্যমেই ছায়াপথের ছবি ক্যাপচার করা হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি রেডিও টেলিস্কোপও এই ছবিটি পাঠিয়েছে। শুক্রবার আমহার্স্টে ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ ড্যানিয়েল ওয়াং জানিয়েছেন যে, মহামারী চলাকালীন বাড়িতে এক বছর থেকে তিনি এ নিয়ে কাজ করে চলেছেন। ওয়াং আরো জনিয়েছেন, ছবিতে আমরা যা দেখছি তা হ'ল আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে একটি হিংসাত্মক বা শক্তিশালী বাস্তুসংস্থান। এর মধ্যে প্রচুর সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ, ব্ল্যাক হোল এবং নক্ষত্র রয়েছে। চন্দ্র এক্স-রে বিন্দুর প্রতিটি বিন্দু এক একটি শক্তিকে উপস্থাপন করছে। নাসা জনিয়েছে, এই ব্যস্ত এবং শক্তিশালী সৌরমণ্ডল আমাদের থেকে ২৬০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই চন্দ্র-এক্সরে ১৯৯৯ সালে লঞ্চ হয়েছিল। সম্প্রতি আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে দূরে পাঁচটি শক্তিশালী রেডিয়ো বিস্ফোরণের ঘটনা সনাক্ত করেছে নাসার হাবল টেলিস্কোপ। আমাদের মিল্কি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে পাঁচটি ছায়াপথের সর্পিল বাহুতে এই বিস্ফোরণগুলো হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এই বিস্ফোরণগুলিকে বলা হয় 'ফাস্ট রেডিয়ো বার্স'। বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত এমন ১৫টি রেডিও বিস্ফোরণের অবস্থান সনাক্ত করতে পেরেছে। এই ধরণের ঘটনার উৎস আবিষ্কার করা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৬।। কুষ্টিয়ায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। রবিবার দুপুরে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ভারতের আকৃত্রিম বন্ধু। আগামীতে এ সম্পর্ক আরও গভীর হবে। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দুই দেশের মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন। এ অঞ্চলের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে দু দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে। সে জন্য আজকে ১৬ তম ভিসা সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো। তিনি বলেন, আমি আশা করি এ ভিসা সেন্টার চালুর মাধ্যমে এলাকার মানুষের ভ্রমণ চিকিৎসাসহ যে কোনো প্রয়োজনে ভারতে যাতায়াতে আরও সহজতর হবে। ভারতের ভিসা প্রক্রিয়া এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ। সময়ের সঙ্গে আরও নানা-সুবিধা যোগ হবে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, আগে ভারতের ভিসার জন্য এ অঞ্চলের মানুষজনকে যশোর অথবা রাজশাহী যেতে হতো। এ ভিসা সেন্টার চালু হওয়াতে কুষ্টিয়াসহ আশপাশের পাঁচটি জেলার মানুষ সুবিধা পাবে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার, সেকেন্ড সেক্রেটারি বৈভব গোন্দানে, প্রটোকল অফিসার গনেশ্বর প্রসাদ মিশ্রা, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো. খাইরুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দেশ সেবার স্বপ্ন পূরণ বনগাঁর বিশ্বনাথ ইসরোতে

বনগাঁ, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দেশ সেবার স্বপ্ন পূরণ হল উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁর দীনবন্ধু নগরের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাসের। ইসরো-তে যোগ দিতে চলেছেন তিনি। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-তে সহকারী কারিগরি প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট) পদে তিনি আগামী পয়লা মে কাজে যোগ দেবেন। নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে বিশ্বনাথের সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা-মা থেকে প্রতিবেশীরা।

তাঁরা মনে করছেন, গোটা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বিশ্বনাথ দাস। ইসরোতে চাকরি পেয়ে উচ্ছ্বসিত বিশ্বনাথ বলেন, আগামী দিনে বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি নিজেকে দেখতে চান। আগামী প্রজন্মকে তিনি স্বপ্নপূরণের জন্য মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার পরামর্শ দেন। বিশ্বনাথ চান বাংলা থেকে অনেক যুবক-যুবতী ইসরোর মত প্রতিষ্ঠানে এসে দেশ সেবায় নিয়োজিত হোক।

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার সপ্তাহের সূচনা করেছেন এবং নতুন দিল্লিতে জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করেছেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'গ্রাম হচ্ছে গোটা দেশের উন্নয়নের মৌলিক একক, গ্রামের উন্নয়নই আগে করতে হবে।' তিনি বলেন, গ্রামবাসীদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গ্রামের উন্নয়ন করার অধিকার থাকতে হবে। নারীদের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, নারীর অংশগ্রহণেই সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, গ্রামে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ২.০-এর অংশ হিসাবে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক ২৪ এপ্রিল নির্ধারিত জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের দৌড়ে জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার সপ্তাহ উদযাপন করছে যা এই মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে।

এই স্মারক উপলক্ষটি উদযাপন করার জন্য মন্ত্রক 'পঞ্চায়তন কে সংকল্প কি সিদ্ধি কা উৎসব' থিমের উপর ভিত্তি করে একটি থিম্যাটিক কনফারেন্সের একটি সিরিজের ধারণা তৈরি করেছে। মন্ত্রক বলেছে, সিরিজের অধীনে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির স্থানীয়করণ এবং ২০৪৭-এর জন্য ওয়ে ফরোয়ার্ডের অধীনে নয়টি থিম কভার করে পাঁচটি জাতীয় সম্মেলন সপ্তাহ উদযাপনের সময় সংগঠিত হবে।

নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন মমতা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) :নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক থেকে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর ও বীরভূমে গিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করছি। তিনি কখনওই সংবিধানের শপথ নিয়ে বলতে পারেন না ৩৫টা আসন পাব, এরপর বাংলায় সরকার চলে যাবে।' সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক একের পর এক প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে তিনি বলেন, "রিপ্লাইটা আমার আগেই দেওয়া উচিত ছিল। গত ১৪ এপ্রিল ভারতবর্ষের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় বিজেপির মিটিং করতে এসেছিলেন। সেটা তিনি করতেই পারেন। এটা তাঁর স্বাধীনতা। তাঁর পার্টির মিটিংয়ে তিনি কী বলবেন, সেটা তাঁর বিষয়। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করছি। সংবিধানের অধিকার রক্ষার শপথ নিয়ে তিনি কখনওই বলতে পারেন না ৩৫টা আসন পাব আর পেলেই আর অপেক্ষা করতে হবে না। বাংলায় সরকার আর থাকবে না। সরকার চলে যাবে। এই কথার অর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চক্রান্ত করছেন। কোন আইনে তিনি নির্বাচিত সরকার ভাঙতে পারেন? যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙতে চাইছে কেন্দ্র। সংবিধানও কি বদল হচ্ছে তাহলে? আমরা মনে করি এই কথা বলার পর তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে থাকার অধিকার নেই। আমরা সংবিধান মেনেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি"।

তিনি এও বলেন, ওরা জুডিশিয়ারি রিপ্লেস করবে, ও কনস্টিটিউশন রিপ্লেস করবে, ওরা ইতিহাস রিপ্লেস করবে, ওরা ল' অ্যান্ড অর্ডারকে কিলার অ্যান্ড রুলার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই এ কথা বলার কোনও অধিকার নেই তাঁর। এ কথা বলার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তাঁর থাকবার কোনও অধিকার নেই। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। গণতান্ত্রিকভাবে। ভোটের পর হিংসা নিয়ে বিজেপি বারবার কাঠগড়ায় তোলে রাজ্যের শাসক দলেকে। যা নিয়ে এদিন মমতা বলেন, "ভোটের পর হিংসার নাম করে, যদিও সে সময় নির্বাচন কমিশনের আওতায় ছিল সরকার, আমার আওতায় ছিল না, কয়েকটা ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছিল। ভোটের পর ঘটেই থাকে সব জায়গায়। বাংলার বেলায় সব দোষ। আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম ৫ মে সম্ভবত। তার পর আর ঘটনা ঘটেনি। খুব কম ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ১৫১টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে। আমার শ'য়ে শ'য়ে ছেলে, যাঁরা আমাদের পার্টির আসল গ্রাসরুট ওয়ার্কার, লিডার অব দ্য পার্টি মিথ্যা মামলায় তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে, মিথ্যা কথা বলে রোজ মিডিয়া ট্রায়াল করা হচ্ছে। পরিকল্পনা করে করা হচ্ছে।"

এদিন তিনি সরব হন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল নিয়ে। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় কিছু হলেই, সরকার তাতে সরাসরি রেসপন্সিবল না হলেও, কখনও কখনও এমনও কিছু ঘটে, যা আমরা সমর্থন করি না। তারা কেন্দ্রীয় দল পাঠিয়ে দেয়। কমিশন পাঠায়। দিল্লি থেকে আসে। এমনকী আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ থামিয়ে দিতে ওরা ইতিমধ্যেই আমাদের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।"

এদিন ফের সরব হন রাজ্যের বকেয়া নিয়ে। এবিষয়ে বিজেপি ও কেন্দ্র সরকারকে এক যোগে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "বহু বিজেপি নেতাই তথ্য দিচ্ছে, ২০২৪ সালের পর বাংলাকে আর কোনও টাকা দেব না। কারণ লোকসভা ভোট ওটা। এটা কেন হবে? আমাদের মৌলিক অধিকার এটা। এটা জনাদেশ, এটা সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।জিএসটি, সবরকম কর বাংলা থেকে নেবে, সরকারের অধিকার নেই কর আদায়ের, আমাদের প্রাপ্যও আমাদের দেয় না। ১০০ দিনের কাজের লোকেদের পর্যন্ত টাকা দিচ্ছে না। কাল অমিত শাহ গেলেন মিটিং করতে। মিটিং করতেই পারেন। নেতারা থাকবেন ছাউনির এসির তলায়, আর কাঠফাটা রোদে বাইরে থেকে ক্ষমতা দেখাতে, লোকপ্রিয়তা দেখাতে জোর করে মানুষকে বসিয়ে রাখবেন। এমনকী যারা সভা ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের যেতে দেওয়া হয়নি।"

মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে মমতা বলেন, "আমার মিটিংয়েও আপনারা লক্ষ্য করবেন, বুঝি তাঁর কষ্ট হচ্ছে বা কাজ আছে। রমজান মাস, রমজানের একটা সময় আছে, আমরা মিটিং করলেও তাঁদের ছেড়ে দিই। এরকম প্রতিটা ধর্মীয় উৎসবেই আমরা করি। আমরা মিটিংগুলিতে সবার জন্য হ্যাঙার করি। মানুষও তার তলায় বসতে পারেন। লু বইছে। প্রায় ১১ জন মারা গেলেন। ৬০০র উপর মানুষ আহত হলেন। কতটা চোখের জল ফেলেছেন? ক'টা কেন্দ্রীয় দল গিয়েছে। পরশুদিন ইউপিতে, আমি কোনও অপরাধকে সমর্থন করি না, তবে বিজেপিরাজে যা হচ্ছে। কেউ যদি জুডিশিয়ারি কাস্টডিতে থাকেন, সে যদি সাক্ষ্যর জন্য যায়, সেখানেও যেভাবে মেরে দেয়, তারপর ক'টা কেন্দ্রীয় দল গিয়েছে। কী চলছে দেশে? যাকে খুশি মেরে দেওয়া। যাকে খুশি কেটে ফেলো? যাকে খুশি এজেন্সি লাগিয়ে দাও? "

এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধে মমতা বলেন, "সবার বিরুদ্ধে সিবিআই লাগিয়ে দিয়েছে। সকলের বিরুদ্ধে ইডি লাগিয়ে দিয়েছে। সবার বিরুদ্ধে কোনও না কোনও এজেন্সি। একটা চকোলেট বোমা ফাটলেও এনআইএ পাঠিয়ে দেয়। এনআইএ -এর কাজ কী? দেশকে সুরক্ষিত করা। কোনও ডিল করা এনআইএর কাজ নয়। আমরাও অনেক কিছু জানি। দিনে দিনে আরও তথ্য আসবে। আমরা গণতন্ত্র মানি, সৌজন্য মানি। এর জন্য কখনও কখনও আমরা সরব হলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করি। এখানে আমরা সরব হই না।"

এরপরই এদিন হুঁশিয়ারির সুর শোনান যায় তাঁর কথায়। তিনি বলেন, "তবে হামকো কোয়ি টকরায়েগা, ও চুর চুর হো যায়েগা। খালি হামকো নেহি, অরবিন্দ কেজরীবালকো টকরায়া। বিজেপির বিরুদ্ধে এই মামলা নেই? ক'জন বিজেপিকে দেখেছে? বিজেপির সব সৎ। সবাই সন্ত?"

দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যাপম প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। তিনি বলেন, "ব্যাপম কেসে মধ্য প্রদেশে কী হয়েছিল? চাকরির নামে, পরীক্ষার নামে? যারা তদন্ত করছিল, ৫০ জনকে মার্ডার করে দিয়েছে। কী ফল বেরোল? আজ বাংলাকে নিয়ে। কারও ঘরে একটা অ্যাডমিট কার্ড পেলেও। আমি তো সাত বছর সাংসদ ছিলাম। বহু মানুষই এরকম করে। আমি যখন ছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ইন্টারভিউ হলে আমার কাছে আসত। এসে বলত, দিদি একটা অনুরোধ করে দাও না, যদি চাকরিটা হয়ে যায়। তো হাম ফরোয়ার্ড করতে থে মিনিস্টার কো। জাস্ট ফরোয়ার্ডিং দিস অ্যাপিল টু ইউ।আগে তো জনপ্রতিনিধি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিত, পাসপোর্টে সই করতে হতো। জনপ্রতিনিধি শুধু বাংলারই খারাপ? "

সিপিএম-বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "যখন সিপিএমের সরকার ছিল, কিছু বলেছে। খালি তো বন্ধুত্ব করে চলে। আমাদের সরকারে আমরা চেষ্টা করি, ভাল কাজ হোক। দুর্নীতির ক্ষেত্রে বহু অফিশিয়ালের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের দলের অন্দরেও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এলে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে বিজেপিকে বলতে চাইব, কার ইশারায় আমাদের লোককে এজেন্সি লোক হেনস্থা করছে? ও তো নিজেই একটা ডাকাত। যার ইশারায় অমিত শাহ চলেন, ওনার যে চিফ অ্যাডভাইজার এখানে আছেন, সব থেকে বড় ডাকাত তিনিই।

ফের জেল হেফাজতে অনুব্রত মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : আপাতত তিহাড় জেলেই থাকতে হবে গরু পাচার মামলায় ধৃত বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে। আগামী ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল দিল্লিতে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকেও থাকতে হবে জেলে। আগামী ১ মে মামলার পরবর্তী শুনানি।

সোমবার হুইল চেয়ারে বসে আদালতে পৌঁছন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর পরনে ছিল সাদা রংয়ের টি-শার্ট। জেল হেফাজতের মেয়াদবৃদ্ধির পর আদালত থেকে হতাশ মুখে বেরন তৃণমূল নেতা। তিনি জানান, "শরীর ভাল নেই"। এদিন বিচারককেও একই কথা জানান অনুব্রত আইনজীবী। জেল থেকে অনুব্রতর মেডিক্যাল ফাইল আদালতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন বিচারক।

উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাই মাসে গরু পাচার মামলায় বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন অনুব্রত মণ্ডল। গ্রেফতারির পরই আধিকারিকরা পাহাড় প্রমাণ সম্পত্তির খোঁজ পান। বিপুল সম্পত্তির উৎসের খোঁজে নামে ইডি। সেই অনুযায়ী তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়। আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারের পর বর্তমানে অনুব্রতর ঠিকানা তিহাড় জেল। সেখানেই আরও ১৪ দিন থাকতে হবে তাঁকে।

হাসপাতালে ভর্তি আজম খান

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): আচমকাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খান। সোমবার আজম খানকে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।

সার গঙ্গারাম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সপা নেতা আজম খানকে সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। আজম খানের ঠিক কী হয়েছে, তা জানা যায়নি।

৪৭ ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ থাকবে, হাসনাবাদ-বারাসাত শাখায় দুর্ভোগে যাত্রীরা, বিপাকে হকাররা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : ডাবলিংয়ের কাজের জন্য বারাসত-হাসনাবাদ ডাউন ও আপ লাইনে কাজের জন্য আজ সোমবার ও আগামীকাল মঙ্গলবার ট্রেন বন্ধ থাকবে। পূর্ব রেল সূত্রে বিবৃতি দিয়ে আগেই একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাত্রী ও হকারদের উদ্দেশে। গত সোমবারের বিবৃতি অনুসারে ৪৭ ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ থাকার কথা। ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে। একদিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম, তার সঙ্গে ভিড়, দুইয়ে মিলে অফিস যাত্রীরা নাকাল। বিপাকে পড়েছেন হকাররাও।

আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে আবার স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলাচল করবে। বারাসত থেকে হাসনাবাদের মাঝে মোট ১৭টি স্টেশন রয়েছে। নিত্যদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই শাখায় যাতায়াত করেন কলকাতা ও বারাসাতের উদ্দেশ্যে। শিয়ালদহ ডিভিশনে সণ্ডালিয়া এবং লেবুতলা স্টেশনের মাঝে ডাবলিংয়ের কাজ রবিবার রাত ১২টা থেকে শুরু হয়েছে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী। যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে রাজ্যসরকার সরকারি ও বেসরকারি বাস পর্যাপ্ত পরিমাণে চালানোর কথা আগেই ঘোষণা করেছে। সেই মতো ডব্লিউএসটিসি বাস কোথা থেকে কখন ছাড়বে, তার তালিকাও প্রকাশ করেছে রাজ্য পরিবহন দফতর। হাসনাবাদ এবং বসিরহাটের প্রান্তিক জায়গা থেকে সরকারি বাস কখন ছাড়বে, তা নিয়ে বাসের নাম সহ তালিকা ও সময় দিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বোর্ডে।

চলতি সপ্তাহেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের পাঁচ জেলায়, ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গও

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রোদের দাপট ও তীব্র গরমে ওষ্ঠাগত বঙ্গবাসীর প্রাণ, এই দুঃ সময়ে কাঙ্ক্ষিত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফর। চলতি সপ্তাহেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায়। এমনকি, ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গও।

সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই ভিজতে পারে উত্তরের পাঁচটি জেলা। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কিছু কিছু এলাকায়। তবে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী দু'দিন তাপপ্রবাহ জারি থাকবে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে।

দক্ষিণবঙ্গের জন্য এখনই কোনও সুখবর দিতে পারেননি আবহবিদরা। আগামী ৪ দিন দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। গরম কিছুটা কমতে পারে ২১ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবারের পর থেকে। আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থানীয় মেঘ থেকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভিজতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর। এ ছাড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় শুক্রবার কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি বদলাতে পারে শনিবার থেকে।

দণ্ডি কাণ্ডের প্রতিবাদে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ

অসুরাগড় ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দণ্ডি কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের অসুরাগড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের সদস্যরা। এদিন সকাল থেকে ডালখোলা থানার অসুরাগড়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করার ফলে আটকে পরে কলকাতা-শিলিগুড়ি রাত্রিকালীন বাস। পাশাপাশি আটকে পরে শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, পুর্ণিয়াগামী বাসগুলো। ফলে সমস্যায় পড়েন অফিস যাত্রী সহ রোগী ও তাঁর পরিজনেরা। যদিও বেলা গড়াতেই যাত্রীবাহী বাস ছেড়ে দেওয়া হলেও ট্রাক আটকে রাখেন বিক্ষোভকারীরা।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের নেতা লক্ষ্মীরাম সোরেন, সরকার কিস্কুরা বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপিতে যোগদানের পরে চাপ দিয়ে তাঁদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করানোর সময়ে এক কিলোমিটার রাস্তা দণ্ডি কেটে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে অপমানিত হয় আদিবাসী সমাজের মানুষেরা।' সেঙ্গেল অভিযানের সদস্যরা বলেন, 'মুকুল রায়, অর্জুন সিং, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়রা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের পরে তাঁরা যখন ফের তৃণমূলে যোগদান করেন, তখন কেন তাঁদের দিয়ে দণ্ডি কাটানো হয়নি? অথচ আদিবাসী মহিলাদের দণ্ডি কেটে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করানো হল। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।' অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

দৈনিক সংক্রমণ নামল ১০-হাজারের নীচে

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমল, ১০-হাজারের নীচে নেমে এসেছে। তবে, উদ্বেগ ও চিন্তা বাড়িয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৯,১১১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৪ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬০,৩১৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,১৪১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৩৫,৭৭২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৮ শতাংশ (বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৬,৩১৩ জন)। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,১৯৮ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৬,৫২২ জন।

শকুন্তলা মার্কেটস্থিত হ্যান্ডলুম মার্কেটিং কমপ্লেক্সকে মাল্টি স্টোরেজ অত্যাধুনিক মার্কেটে পরিণত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। শকুন্তলা মার্কেটস্থিত হ্যান্ডলুম মার্কেটিং কমপ্লেক্সকে মাল্টি স্টোরেজ অত্যাধুনিক মার্কেটে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র শকুন্তলা মার্কেটে হ্যান্ডলুম মার্কেটিং কমপ্লেক্সটি দীর্ঘদিন ধরেই অনাদরে অবহেলায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ এই মার্কেটটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সোমবার হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী এবং দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা শকুন্তলা মার্কেটসিত হ্যান্ডলুম মার্কেটিং কমপ্লেক্স পুনরায় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন এটিকে মাল্টি স্টোরেজ কমপ্লেক্সে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।।

তিনি জানান গত তিন দিন আগেও তিনি মার্কেটটি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন কালে তিনি লক্ষ্য করেন আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে মার্কেট এলাকা। দ্রুত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। আজ পুনরায় পরিদর্শনকালে তিনি জানান এটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।।

জুনে নতুন শিল্প শেড চালু করা হবে: টিআইডিসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আগামী জুন মাসে বোধজংনগর শিল্প এলাকায় শিল্প শেডের একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। একথা বললেন নবনিযুক্ত ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক।

এদিন রাজ্যের বৃহত্তম শিল্প পার্কে তার প্রথম সফরে শিল্পপতিদের সাথে একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং শিল্প এলাকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন।

নবাদল বণিকের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশনার পর এলাকায় অনেক উন্নতি হয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা খুবই খুশি। খারাপ রাস্তা এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট ছিল কিছু চিরস্থায়ী সমস্যা যা তাঁদের সমস্যায় ফেলত। এখন সবকিছুই পরিবর্তন হয়েছে। সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং এখন সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে যা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এলাকাকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের একটি বড় প্রকল্প রয়েছে যার অধীনে বেশ কয়েকটি নতুন শিল্প শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। মে মাসের শেষের দিকে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে এবং জুনে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার হাত দিয়ে প্রকল্পটির উদ্বোধনের পরিকল্পনা করছি।

তেঁতুল জলে মেশানো হচ্ছে বরফ, ক্রেতা টানতে ফুচকায় নয়া উদ্যোগ বারাকপুরে

বারাকপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রচন্ড গরমে নাজেহল অবস্থা সকলের। এই গরমের সময় শরীরকে ঠান্ডা করতে সকলে ঠান্ডা পানীয় খুঁজছেন। ফুচকা অথবা তেলেভাজা থেকে অনেক দূরে মানুষ, যার ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ফুচকা বিক্রেতাদের। এই গরমে একেবারেই হচ্ছে না ফুচকা বিক্রি। তাই ক্রেতা টানতে ফুচকায় নয়া উদ্যোগ বারাকপুরে। বেশিরাভাগ মানুষই ফুচকা প্রিয়। অল্প দামে এই মুখরোচক খাওয়ার খেতে পছন্দ করে অনেকেই। কিন্তু এই গরমে সবাই ফুচকা থেকে দূরে। ক্রেতা টানতে নতুন প্রয়াস দেখা গেল বারাকপুর স্টেশন চত্বরের ফুচকা বিক্রেতাদের। সেখানে বিক্রি হচ্ছে বরফ ফুচকা। ফুচকার তেঁতুল জলে মেশানো হচ্ছে বরফ। স্বস্তি পেতে অনেকেই খাচ্ছেন ঠান্ডা ফুচকা।

সফলভাবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ট্রায়াল রান সম্পন্ন, ২৫ এপ্রিল অত্যাধুনিক এই ট্রেন পাচ্ছে কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সফলভাবে সম্পন্ন হল কেরলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রায়াল। তিরুবনন্তপুরম থেকে সোমবার সকাল ৫.১০ মিনিটে ট্রায়াল রান শুরু হয় এবং পরে ট্রেনটি এর্নাকুলাম উত্তর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছয়। আগামী ২৫ এপ্রিল অত্যাধুনিক এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেতে চলেছে কেরল। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জীবন ঘুষখোর, আমার থেকেও ঘুষ চেয়েছিল, বিস্ফোরক দাবি বাবা বিশ্বনাথের

সিউড়ি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে সিবিআই। টানা ৬৫ ঘণ্টা জেরা শেষে বড়এঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। কিন্তু ছেলের গ্রেফতারি বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই বলে জানাচ্ছেন ধৃত তৃণমূল বিধায়কের বাবা। বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাড়িতে বসে জীবনের বাবা বিশ্বনাথ সাহা ছেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। বরং ছেলের ভয়ে মুখ খোলার উপায় নেই বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর আরও অভিযোগ ছেলে জীবনকৃষ্ণ সাহা মারার হুমকিও দিয়েছেন তাঁকে। শুধু তাই নয় ছেলেকে ঘুষখোর বলে দাবি করে তিনি বলেন, আমার থেকেও ঘুষ চেয়েছি। ওঁর এটাই ভবিতব্য ছিল। জীবন গ্রেফতার হওয়ায় তাঁরা বেঁচেছেন!

বিশ্বনাথবাবুর দীর্ঘদিনের রেশন ডিলারের ব্যবসা। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'আমার এমনই ছেলে, যে নিজের বাপের কাছেও ঘুষ চাইত!' বাবার কাছে কেন ঘুষ চাইবেন ছেলে? জীবনের বাবা জানিয়েছেন, মিড ডে মিলের একটি টেন্ডারে তিনি রেশন ডিলার হিসাবে দরপত্র দিয়েছিলেন। তাঁর নামও ছিল উপরের দিকে। সেই সময়ে জীবন নাকি তাঁর বাবাকে বলেন, টাকা দিতে হবে। তবেই টেন্ডার পাওয়া যাবে। নইলে কাঁচি হয়ে যাবে তোমার নাম।

বাবা রাজি হননি ছেলেকে ঘুষ দিতে। এদিন বিশ্বনাথবাবু বলেন, "আমি টাকা দিইনি বলে ওন্য একজনের থেকে টাকা খেয়ে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিল জীবন। এক সপ্তাহ আগে আমায় মার্ডার করারও হুমকি দিয়েছিল"। এমনকি রেশন ডিলারশিপের একটি লাইসেন্সও জীবন প্রভাব খাটিয়ে বাতিল করে দিয়েছেন বলে দাবি তাঁর বাবার।

বাবা, বোন স্পষ্টই বলছেন, জীবন ছিলেন ক্ষতিকারক, বিষাক্ত। নাজেহাল করে ছেড়েছেন তাঁদের জীবন। জীবনের বাবা এও বলেন, 'ওকে আমি আর আমার ছেলে বলে মনেই করি না। ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছি। আমার কাছে আমার ছেলে আর বেঁচে নেই।'

বড়এঞা থেকে সাঁইথিয়াজীবনের ঘনিষ্ঠরা বলছেন গত সাত-আট বছরে টাকার নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছিলেন জীবন। সবেতেই টাকা টাকা আর টাকা পেতে চাইতেন। হাইওয়ের ধারে জমি সংক্রান্ত ব্যবসাতেও ঢুকে পড়েছিলেন স্কুল মাস্টার জীবন।

প্রায় ৬৬ ঘণ্টা তল্লাশির পরে উদ্ধার জীবনকৃষ্ণ সাহার দ্বিতীয় মোবাইল

মুর্শিদাবাদ, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : তিনদিন ধরে নাটকীয় তল্লাশির পরে অবশেষে পাওয়া গেল তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার দ্বিতীয় মোবাইলটিও। প্রায় ৬৬ ঘণ্টা পর অবশেষে উদ্ধার জীবনকৃষ্ণ সাহার দ্বিতীয় মোবাইল ফোন। শুক্রবার বিকেলে পুকুরে দুটি মোবাইল ফোনই ফেলে দিয়েছিলেন শাসক বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। বড়এঞার তৃণমূল বিধায়কের একটি ফোন উদ্ধার হয় রবিবার সকাল সাড়ে ৭টায়। দ্বিতীয়টি পাওয়া গেল আজ, সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ।

শুক্রবার বিকেল থেকে সিবিআই অফিসাররা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করে জীবনের দু'টি মোবাইল। মোবাইল খুঁজতে গিয়ে পেয়ে যায় লুকিয়ে রাখা ৬টি ব্যাগও। কিন্তু মোবাইল পাওয়া যায়নি। পুকুরের মধ্যে লোক নামিয়ে প্রথমে মোবাইল বের করার চেষ্টা চলে। পরে সেই পুকুর থেকে জল ছেঁচে বের করে ফেলা হয়। এ যেন খড়ের গাদায় হারিয়ে যায় ছুচ খোঁজার মতো অবস্থা। কিন্তু মোবাইল তো চাই-ই। কারণ সিবিআই সূত্রে খবর, ওই মোবাইলগুলিতে এমন কিছু তথ্য আছে যা নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে নয়া মোড় দিতে পারে। এবং সে অনুমান সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ চৈত্র সংক্রান্তির বিকেলে তল্লাশি শুরু হওয়ামাত্র সিবিআইয়ের দুঁদে অফিসারদের চোখের সামনে থেকে ফোন দু'টি নাটকীয় ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে পিছনের পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ!

সেই থেকে মোবাইল খুঁজছে সিবিআই। রবিবার সকালে একটি মোবাইল পাওয়া গেলেও দ্বিতীয়টা খুঁজতে কালঘাম ছোটে অফিসারদের। ডেকে পাঠানো হয় এলাকার স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে। তাঁর নেতৃত্বে পুকুরে নেমে বিধায়কের মোবাইল খোঁজা শুরু করে তৃণমূল কর্মীরাই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মোবাইল যে পুকুরের কোন গহ্বরে লুকিয়ে ছিল তার খোঁজ পেলেন না উদ্ধারকারী দল। রবিবার বিকেল বেলা আনা হয় জেসিবি মেশিন ও ট্রাক্টর ট্রলি। জেসিবি দিয়ে কাদা তুলে সেটা জমা করা হয় ট্রাক্টরের ওপর। তারপর সেখানে খোঁজা হয়। এদিকে, সূর্য্য পশ্চিমে হেলে গেছে, আস্তে আস্তে অস্তও যায়, সন্ধে নামে। কিন্তু তখনও চলে খোঁজার কাজ। রাত পেরিয়ে, ভোর তারপর অবশেষে সোমবার সকালে পুকুর থেকে সিবিআই উদ্ধার করে 'যখের ধন' অর্থাৎ জীবনের দ্বিতীয় মোবাইল। ৬৬ ঘণ্টা পর সেই মোবাইল উদ্ধার করেন গোয়েন্দারা। এত ঘণ্টা কাদা, জলে থাকায় দ্বিতীয় মোবাইলের অবস্থা কী থাকবে, সেখান থেকে ডেটা উদ্ধার করা কতটা সম্ভব হবে সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ। সূত্রের খবর, মোবাইল দু'টি হায়দরবাদের কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হবে। প্রসঙ্গত টানা প্রায় তিন ধরে জেরা করে মুর্শিদাবাদের বড়এঞাঁর তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

সেনা কমান্ডারদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের প্রথম সংস্করণ শুরু, চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সেনা কমান্ডারদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের প্রথম সংস্করণ সোমবার শুরু হয়েছে। পাঁচ দিনের এই সম্মেলন চলবে এ মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত। এই প্রথমবার নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে ভিত্তি করে সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিন সেনা কমান্ডার এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ অধিকর্তারা ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন।

এরপর সামনাসামনি আলোচনায় অংশ নিতে দিল্লি আসবেন তাঁরা। সম্মেলনের মধ্যেই শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বর্তমান এবং আগামী দিনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন। এ বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিও পর্য্যালোচনা করবেন তাঁরা। অগ্নিপথ প্রকল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি পরিবর্তনের বছর - ২০২৩ সম্পর্কেও এই সম্মেলনে আলোকপাত করা হবে।

বদেশি খেলোয়াড়দের খেলানো যাবে না, ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্তে শঙ্কিত স্থানীয় লিগগুলো

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : স্থানীয় লিগগুলোতে বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলানো যাবে না। ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত আদৌ কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। শঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লিগগুলো।

কেরল ফুটবল সংস্থাতো ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা ঘরোয়া লিগে বিদেশি ফুটবলারদের খেলা নিষিদ্ধ করবে না।

সংস্থার সচিব অনিল কুমার বলেছেন,"আমরা কেরলে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু করতে চলেছি। বিদেশি ফুটবলার না খেললে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ থাকবে না, স্পনসরও আসবে না। আমরা ফেডারেশনকে জানিয়ে দিয়েছি, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়ে গিয়েছে। এখন পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফেডারেশন আমাদের বিদেশি ফুটবলার নিয়েই লিগ করার অনুমতি দিয়েছে।"

তাহলে আইএফএ কী করবে? সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, "লিগ চালাতে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়। বিদেশিরা না খেললে স্পনসররা আদৌ থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, "ভারতীয় স্ট্রাইকার তুলে আনতে রাজ্য লিগ-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অর্থাৎ রোভার্স কাপ, বরদলুই ট্রফি, আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে বিদেশি ফুটবলার খেলানো যাবে না।" তিনি আরও বলেছিলেন, "একটা সময় জাতীয় দলে বাঙালি স্ট্রাইকারদেরই আধিপত্য ছিল। এখন কেউ নেই। আমরা এই ছবিটা বদলাতে চাই।"

চলতি সপ্তাহেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের পাঁচ জেলায়, ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গও

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রোদের দাপট ও তীব্র গরমে ওষ্ঠাগত বঙ্গবাসীর প্রাণ, এই দুঃসময়ে কাঙ্ক্ষিত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফর। চলতি সপ্তাহেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায়। এমনকি, ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গও।

সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই ভিজতে পারে উত্তরের পাঁচটি জেলা। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কিছু কিছু এলাকায়। তবে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী দু'দিন তাপপ্রবাহ জারি থাকবে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে।

দক্ষিণবঙ্গের জন্য এখনই কোনও সুখবর দিতে পারেননি আবহবিদরা। আগামী ৪ দিন দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। গরম কিছুটা কমতে পারে ২১ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবারের পর থেকে। আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থানীয় মেঘ থেকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভিজতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর। এ ছাড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় শুক্রবার কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি বদলাতে পারে শনিবার থেকে।

জম্মু-শ্রীনগর ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এবং শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। মুঘল রোড এখনও যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। সোমবার সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দুদিকে হালকা যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আধিকারিকদের মতে, হালকা যান জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে ভারী যানবাহন পাশ করার পরই পাঠানো হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।

এছাড়াও শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। মুঘল রোড এখনও যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। মুঘল রোড পরিষ্কারের কাজ এখনও চলছে। কর্মকর্তারা বলছেন, নির্ধারিত সময়ের পর মহাসড়কে কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হবে। এছাড়া, একটি কসমেটিক্স-র দোকানেও মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী পাওয়া গেছে। ওই সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সাথে যোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, আগামী দিনেও এধরনের অভিযান জারি থাকবে।

৭ম শ্রেণীর

● **প্রথম পাতার পর**

পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পাঠরত এবং নাবিলিকাও নিশান চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত। কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ পাবার পর মমলাটি রেজিষ্ট্রি করে। মামলাটি রেজিস্ট্রি করে পুলিশ অভিযুক্ত নাবালককে সোমবার সকালে আটক করে সোমবার দুপুরে কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করে। অভিযুক্ত নাবালক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে বলে স্বীকার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রিদের ভূমিকা

● **প্রথম পাতার পর**

হন সমীর রঞ্জন বর্মন। যদি সুধীর রঞ্জন মজুমদারকে সরিয়ে দেয়া না হত তাহলে রাজ্যে কংগ্রেসের দুর্দিন এত দ্রুত ঘনিয়ে আসত না। সমীর রঞ্জন বর্মন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জনমনে শংকা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই হয়েছে পুলিশ বিদ্রোহ। সাংবাদিকরা নিজেদের অনেক বেশী অসচ্ছন্দ বোধ করতেন। কার উপর কখন খড়গ নেমে আসে তার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মনের রাজত্বেই কংগ্রেস দল জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর সল্প সময়ের মুখ্যমন্ত্রিতে তেমন কোন সাফল্যের নজির রাখতে পারেননি। (চলবে)

রুদ্রসাগরের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচিবালয়ে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। মেলাঘরের রুদ্রসাগরের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিধায়ক কিশোর বর্মন, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ র'ন, বন দপ্তরের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক কে. এস. শেঠী, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ, আইনজীবী ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, রুদিজলা উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনায় সভায় রুদ্রসাগরের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নীরমহলের সৌন্দর্য বজায় রাখার বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। সভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী রামসার সাইটে রুদ্রসাগরের জন্য নির্দিষ্ট করা ২৪০ হেক্টর এলাকা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, রুদ্রসাগর এলাকার আশপাশে থাকা লোকেদের জীবিকা নির্বাহে যাতে কোনো ধরণের সমস্যা না হয় সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ মেলাঘরের রুদ্রসাগর এলাকা থেকে বিভিন্ন ক'ষিজাত পণ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছায়। সভায় বন দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক প্রবীন আগরওয়াল পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেনটেশনের মাধ্যমে রুদ্রসাগরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি সভায় রুদ্রসাগরের সংস্কার ও উন্নয়নে পূর্ত দপ্তরের অধীনস্ত জলসম্পদ দপ্তর এবং বন দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি সমূহ সম্পর্কে অবহিত করেন।

পাহাড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে রাজ্যে। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গণদেবতাদের ভোট দানের ফলে বিকাশ দেববর্মা বিজেপি দলের পক্ষে জয়ী হয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিমত, বিকাশ দেববর্মা জয়ী হয়ে বর্তমানে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী পদে আসীন রয়েছেন। কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষদের কথা মাথায় রেখে মন্ত্রী বাহাদুর ওই এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দূরীকরণে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে ওই এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি অংশের মানুষজনদের মধ্যে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। একবারের জন্যেও মন্ত্রী বাহাদুর ওই এলাকা পরিদর্শনে আসেনি বলে চাপা গুঞ্জন বঞ্চিত উপজাতি মানুষজনদের মধ্যে।

স্কুল বন্ধ

● **প্রথম পাতার পর**

তারিখগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের যথা সময়ে নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নেশামুক্ত

● **প্রথম পাতার পর**

পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণে একটি অভিজাত বাহিনী। সাথে এদিন মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানের তাৎপর্য নিয়েও আলোচনা করেন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মহৎ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আসাম রাইফেলস সৈন্যরা সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত রাজ্য করার প্রয়াস জারি রেখেছেন। তাঁদের অবদানের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

এদিন তিনি বলেন, ১২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি রক্তের তীব্র সংকটের মধ্যে রয়েছে। দুটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কেরও একই অবস্থা। তাই আমি এই সংকট মোকাবেলায় জনগণের সমর্থন চেয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য একটি আবেদন জানিয়েছিলাম।

সাথে তিনি বলেন, রক্ত মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের কোনো বিকল্প নেই। মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি উপাদান রক্তের মাধ্যমে এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এটি শুধুমাত্র মানবদেহেই উৎপন্ন হতে পারে। এক ইউনিট রক্ত বাঁচাতে পারে একাধিক জীবন। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, রক্তদানে রাজ্যের জনগন এগিয়ে আসবেন।

শ্বেত বিপ্লবের

● **প্রথম পাতার পর**

কাজ করে যাচ্ছে। কোটি টাকা খরচ করে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই উন্নত মানের মিল্ক ট্যাংকার এবং ক্যাটেল ফুড বহনকারী গাড়িগুলির সূচনা হতে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নেওয়ার স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে গোমতী ডেয়ারি কাজ করে যাচ্ছে। তবে এই কাজ করার পেছনে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাসও প্রেরণা যোগাচ্ছেন বলেও জানালেন তিনি।

সমীরবাবু বলেন নববর্ষ উপলক্ষে গোমতী ডেয়ারি লস্যি ইউনিট চালু করেছে আগরতলার ইন্দ্রনগর মূল কার্যালয়ে। চারটি ভিন্ন ভিন্ন ফ্লেবারে তৈরি এ লস্সি পাওয়া যাবে শহরের গোমতীর অধীনে থাকা কয়েকটি দোকানে। পরবর্তীকালে প্যাকেট বন্দি করে এগুলি রাজ্যের সর্বত্রই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে গোমতী ডেয়ারী। আপেল আনার স রোজ এবং নরমাল দুধের তৈরি ২০০ গ্রামের লস্যির দাম পড়ছে ৩০ টাকা। এছাড়া রয়েছে আমের তৈরি সুস্বাদু দই মিষ্টি। ইতিমধ্যে এইসব সামগ্রী জনগণের কাছে অনেকটাই বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিশেষ করে গোমতী ডেয়ারী ই তৈরি মিষ্টি দারুন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আগামী দিনে আরো প্রোডাক্ট তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন। বামুটিয়ার নতুন ইউনিট চালু হলে ডেয়ারীর উৎপাদিত সামগ্রী আরো বাড়বে বলে তাঁর দাবি।

তিনি বলেন এই ধরনের সুস্বাদ্য মিষ্টি তৈরির জন্য বহির রাজ্য থেকে কারিগর আনা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক মিষ্টির দোকানগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে গোমতী মিল্ক ইউনিয়নের তৈরি সব ধরনের দুগ্ধ জাতীয় সামগ্রীর। শুধু মিষ্টি নয় গোমতী ডেয়ারি রি উৎপাদিত পনি র ঘি আইসক্রিম মত সামগ্রী এখন রাজ্যে ছারাও বহির রাজ্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষও আকৃষ্ট হচ্ছেন। আগামী দিনে বামুটিয়ায় নতুন প্রকল্প চালু হলে যে সমস্ত উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে করে আরো বেশি গুণগত মান সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট উৎপাদন সম্ভব হবে বলে ডেয়ারির চেয়ারম্যান জানান।

কুখ্যাত চোর

● **প্রথম পাতার পর**

প্রত্যক্ষ করতে পারে কর্মচারীরা। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় চুরির ঘটনাটি সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ চুরির ঘটনার অভিযোগ হাতে পেয়ে তদন্তে নেমে পড়ে।

অন্যদিকে সোমবার সকাল নাগাদ তেলিয়ামুড়া শান্তিনগর এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার কুখ্যাত চোর পেট্রোলকে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ স্থানীয় এলাকাবাসীরা আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তবে পুলিশ সহ এলাকাবাসীদের প্রাথমিক অনুমান হয়তোবা দুই সরকারি অফিস থেকে মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় জনগণের হাতে আটক হয়েছে পেট্রোল। পেট্রোলের সঙ্গে যে চুরি যাওয়া সামগ্রী গুলি বাজেয়াপ্ত করেছে স্থানীয় জনগণ তা হয়তোবা ওই দুই সরকারি অফিসের চুরি যাওয়া সামগ্রী।তবে যাই হোক এখন দেখার বিষয় চুরি কাণ্ডের ঘটনার তদন্ত নেমে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কবে নাগাদ কূল কিনারা করতে সক্ষম হয়।

আদমী পার্টির র‍্যালী

● **আটের পাতার পর** জানান বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।। আগামী দিনে রাজ্যে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

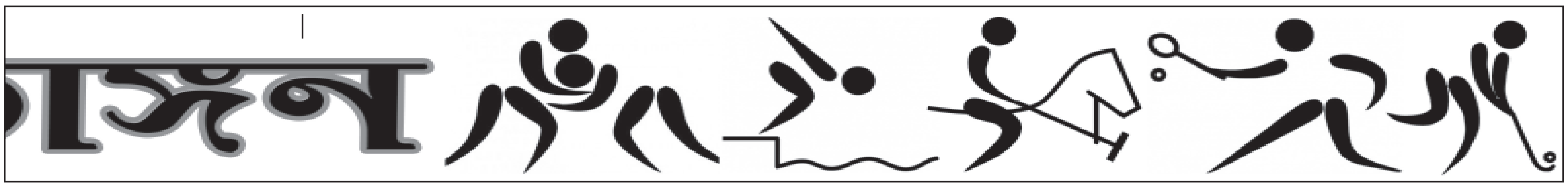

ব্যাডমিন্টন সংস্থার কমিটি পুনর্গঠিত রাজ্যজুড়ে টুর্নামেন্টের বিশেষ উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নির্বাচনী বিধি মেনে সাধারণ নির্বাচনী বৈঠকে বসে সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত কমিটিতে প্রেসিডেন্ট জিষ্ণু দেববর্মা, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা, উপদেষ্টা কল্যাণী রায়, সচিব রূপক কুমার সাহা, টুর্নামেন্ট সেক্রেটারি গিরিধারী দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত দাস নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সহ-সভাপতি চারজন, সহ সম্পাদক হিসেবে দুজন এবং ৭ জন রয়েছেন কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে। আজ, সোমবার দুপুরে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনী বিধি অনুসারে রাজ্যের আটটি জেলার প্রতিনিধিরাও নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতি ক্রমে নবগঠিত কমিটি আগামী সময়ে সংস্থার উন্নয়নমূলক সামগ্রিক কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সর্বোপরি আজ সোমবারই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইয়োনেক্স সানরাইজ স্পোর্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের এক বছরের জন্য একটি মৌ সাক্ষরিত হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ লক্ষ টাকার ব্যাডমিন্টন ক্রীড়া সামগ্রী রাজ্য সংস্থাকে প্রদান করার অঙ্গীকার করেছে।

রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে জেলা সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে ব্যাডমিন্টন ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সানরাইজ স্পোর্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও দেব কুমার জানা, এমডি বিক্রমাদিত্য ধর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওনারা ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা এবং সচিব রূপক কুমার সাহার হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন। এদিকে, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা আটটি জেলা সংস্থার প্রতিটিকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছেন। যার মাধ্যমে সারা বছর রাজ্য জুড়ে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। ফলস্বরূপ ব্যাডমিন্টনের মানোন্নয়ন ঘটবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মোহনপুরকে হারিয়ে মরশুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে তেলিয়ামুড়া। হোক না নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়। বিশেষ করে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করার আনন্দটাই আলাদা। তাও মোহনপুরের মত শক্তিশালী দলকে ৪৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। তেলিয়ামুড়া এবারের মরশুমে অনূর্ধ ১৩ এবং অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের হিসেবে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। সকাল সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে হৃদয়জিৎ সাহার ২৯ রান এবং শান্তনু দাসের ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। তবে অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ৩৭ রান তাদের অনেকটা সহযোগিতা হয়েছে। মোহনপুরের সপ্তদ্বীপ দত্ত ও অন্তরীপ সাহা দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মোহনপুর ৩৬.২ খেলে ১২৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তেলিয়ামুড়ার তৈজান দেববর্মা ছয় রানে তিনটি এবং দিব্যজীৎ দাস ২৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়াও অধিনায়ক শান্তনু দাস পেয়েছে দুটি উইকেট। মোহনপুরের জয়ন্ত বিশ্বাস সর্বাধিক ২৯ রান পায়। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শান্তনু পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজ্য ক্রিকেটে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শান্তিরবাজার সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। টানা জয়, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন - সবই শান্তিরবাজারের দখলে। দুর্দান্তভাবে টানা চার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে শান্তিরবাজার অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগের চতুর্থ তথা শেষ ম্যাচে আজ, সোমবার শান্তির বাজার ৫৭ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করেছে। খেলা ছিল সাব্রুমের স্কুল গ্রাউন্ডে। টস জিতে শান্তিরবাজার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৫ ওভারের ম্যাচে শান্তিরবাজার ৩৯ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে জয় চক্রবর্তীর ৩৫ রান, রীতম সরকারের ২৮ রান এবং নিহার রিয়াং-এর ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। বিলোনিয়ার কৌশিক নমঃ ৮ রানে ৪টি উইকেট পেলেও অন্যদের বোলিংয়ে তেমন ধার ছিল না বলে শান্তিরবাজার অনেকটা রান সংগ্রহ করে নেয়। জবাবে বিলোনিয়া ব্যাট করতে নেমে ২৫.৪ বার খেলে ৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে নজরুল ইসলাম শুভ সর্বাধিক ২১ রান পায়। শান্তির বাজারের আমন দেবনাথ ৮ রান এবং জয় চক্রবর্তী ১৮ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। শিব নোয়াতিয়া পেয়েছে দুটি উইকেট। ব্যাটে বলে দারুন পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জয় চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/03/2023-24 Dated: -12/ 04 /2023

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	DNIT No.: EE-IED/ UDP/01/2023-24	₹ 11,33,990.00	₹ 22,668.00	90 Days	Up to 15.00 Hrs. on 02/05/2023	At 15.30 Hrs. on 02/05/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No.: EE-IED/ UDP/02/2023-24	₹ 3,27,353.00	₹ 6,547.00	30 Days				
3	DNIT No.: EE-IED/ UDP/03/2023-24	₹ 4,94,191.00	₹ 9,884.00	45 Days				

For and on behalf of the Governor of Tripura

(ER. AMIT DEBBARMA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

ICA/C-160/23

Notice Inviting Short Quotation

Name of Work: Supplying of different category of store articles under Bagafa Forest Sub-Division, Santirbazar, South Tripura during the year 2023-24,

1, Last date of collection of Tender documents: Upto 2:00 pm of 26/04/2023.
2. Last date of dropping of Tenders: Upto 3:30 pm of 26/04/2023.
3. Date of opening of Tenders: At 4:30 pm on 26/04/2023, if possible or otherwise next working day.
4. Intending suppliers / vendors / bidders may collect tender documents from the office of the undersigned during office hours and the day from the date of floating of tender.

Sd/-(Illegible)
SDFO, Bagafa

ICA/C-159/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER (PNIeT)

1. The Executive Engineer, WRD-,Kunjaban, Agartala, on behalf of the 'Governor of Tripura', invitesonline Percentage Rate e-tender for the following works:
2. NieT Now 02/EE/WRD-I/e-tender/2023-2024, Dated:- 13-04-2023

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee	Time for completion
1	DNIeT No: 06/EE/W.R.D-I/DNIeT/2023-24	Rs.16,92,023.00	Rs.33,840.00	Rs. 1,000.00	03(Three) months.
2	DNIeT No: 07/EE/W.R.D-I/DNIeT/2023-24	Rs.16,92,023.00	Rs.33,840.00	Rs. 1,000.00	03(Three) months.
3	DNIeT No: 08/EE/W.R.D-I/DNIeT/2023-24	Rs.16,92,023.00	Rs.33,840.00	Rs. 1,000.00	03(Three) months.
4	DNIeT No: 09/EE/W.R.D-I/DNIeT/2023-24	Rs.16,97,503.00	Rs.33,950.00	Rs. 1,000.00	03(Three) months.
5	DNIeT No: 10/EE/W.R.D-I/DNIeT/2023-24	Rs.16,97,503.00	Rs.33,950.00	Rs. 1,000.00	03(Three) months.
6.	DNIeT No: 11/EE/W.R.D-I/DNIeT/2023-24	Rs.16,97,503.00	Rs.33,950.00	Rs. 1,000.00	03(Three) months.

3. Last date & time for online Bidding: 11/05/2023 upto 3:00 PM
4. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 12/05/2023 at 4:00 PM (if possible)
The bid forms and other details including online activities should be done in the •-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Note : For all details clauses, terms and conditions, etc. may be seen in the DNIeT.

ICA/C-157/23

For & On Behalf of The Governor Of Tripura
Executive Engineer
WRD No-I, Kunjaban, Agartala.

অনূর্ধ-১৭ রাজ্য দাবায় চ্যাম্পিয়ন দিগন্ত রায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্য সেরা দিগন্ত রায়। রাজ্য অনূর্ধ-১৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। ৪ রাউন্ডের আসর শেষ হয় সোমবার সকালে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। ৪ রাউন্ডে ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিলো ৩ জন দাবাড়ু। পরে ভোকলসে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে দিগন্ত রায়, অভিজ্ঞান ঘোষ এবং দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে অনুরাগ ভট্টাচার্য এবং আরাধ্যা দাস। প্রসঙ্গত; মাত্র ১২ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েচিলো আসরে। আসর পরিচালনা করেন অনুপম ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত: রবিবার বালিকা বিভাগে সেরা হয়েছিলো আর্সিয়া দাস।

শেষ ম্যাচে ধর্মনগরের কাছে হারলেও রান রেটের নিরিখে সেমিতে লংতরাইভ্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। এলটিভি-ই সেমিফাইনালে পৌঁছুলো। গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে পরাজিত হলেও রান রেটের নিরিখে গন্ডাছড়াকে টপকে লংতরাইভ্যালি সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। চার ম্যাচের শেষে দু দলের পয়েন্ট ১২ করে হলেও রান রেটে লংতরাইভ্যালির রান রেট ১.২২৩। অপরদিকে গন্ডছড়ার রান রেট ১.১৩৪। স্বাভাবিক কারণে শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে লংতরাইভ্যালি। আজ, সোমবার ধর্মনগর থামিয়ে দিয়েছে লংতরাইভ্যালির বিজয় রথ। টানা তিন ম্যাচে জয়ের পর চতুর্থ ম্যাচের মাথায় হারতে হয়েছে ধর্মনগরের কাছে ৮২ রানের ব্যবধানে। ধর্মনগর পেয়েছে গ্রুপে তৃতীয় স্থান। খেলা ছিল কৈলাশহরের আর কে এম স্টেডিয়ামে। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে লংতরাইভ্যালি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে ধর্মনগর ৩৯.১ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রোহন মজুমদারের ৪৯ এবং ভার্গব দত্ত রায়ের ৪৭ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, অতিরিক্ত ৫৪ রান ও তাদের অনেকটা সাহায্য হয়েছে। লংতরাইভ্যালির অভিজিৎ দেব ৩৭ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া তুজিম দেওয়ান ও তন্ময় চন্দ দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এলটিভি ৩১.১ ওভার খেলে ১৭০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সুজিত ঋষি দাস সর্বাধিক ৫৪ রান পায়। এছাড়া তন্ময় চন্দের ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। ধর্মনগরের অভয় চক্রবর্তী ৪৮ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, প্রাঞ্জল গোস্বামী পেয়েছে চারটি উইকেট ২৯ রানের বিনিময়ে।

গার্লস ক্রিকেটে ভবনসত্রিপুরাকে হারিয়ে বড়দোয়ালী পেলো ৩য় স্থান

বড়দোয়ালি-১২২/৪(২০)
ভবনসত্রিপুরা-১০৬/৫(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। নিয়মরক্ষার ম্যাচে জয় পেলো বড়দোয়ালি স্কুল। ১৬ রানে পরাজিত করলো ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের আন্ত: স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে সোমবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুল ১২২ রান করে ৪ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ওভারে। দলের পক্ষে অবান্তিকা ভৌমিক ২৩ এবং শায়ন্তিকা নম: দাস ১৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ৬৫ রান। জবাবে খেলতে নেমে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ৫৭ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে পূর্বা চৌধুরি ২১ রান করে।

সন্ধান চাই

Ref : Khayerpur out post G.D Entry No 08 Dated :12-4-2023

পাশের ছবি একজন নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি। নাম- ইন্দ্রজিৎ দে, পিতা- শ্রী কৌশিক রঞ্জন দে, সাং-পূর্ব চাম্পামুড়া, থানা- বোধজং নগর, বয়স- ২৩ বছর। উচ্চতা- ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমণ্ডল- ডিম্বাকৃতি, পরনে- ধূতি এবং সাদা টি-শার্ট গত ০১-৪-২০২৩ তারিখ বাড়ির কাউকে কোনো কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখোঁজি করার পরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোনো তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১২৩২৫৭৮৪/১০০
৩) বোধজংনগর থানা - ০৩৮১২৩৯৬৭৮৭

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-78/23

অঙ্গদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়ে সদর-এ শেষচারে

সদর 'এ'-২৪৫/১০(৪৪.১) খোয়াই-১৪৪/১০(৩৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। সেমিফাইনালে সদর 'এ'। গ্রুপ লিগের সবকটি ম্যাচে জয়লাভ করে শেষ চারের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন শুভ্র পালের ছেলেরা। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। সোমবার মোহনপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর 'এ' ১০১ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে খোয়াই মহকুমাকে। মোহনপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর 'এ' প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ৪৪.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৪৫ রান করে। দলের পক্ষে গৌরব রাজ সাহা ৩১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, অয়ন রায় ৫০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, অতনু রায় ৩৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০,অর্কজিৎ সাহা ২০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, অনিক দাস ৩৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং আকাশ সরকার ৪৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। খোয়াই এর পক্ষে পাপন আচার্য (২/৩৩), বিশাল নম: দাস (২/৪৩) এবং রাজদীপ ঘোষ (২/৪৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে অগ্রত শীলের (৫/২৫) দুরন্ত বোলিংয়ে ১৪৪ রানে গুটিয়ে যায় খোয়াই মহকুমা। দলের পক্ষে শুভদীপ পাল ৭৩ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ এবং শুভজিৎ পাল ৬৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৮ রান। সদর 'এ'-র পক্ষে অগ্রত ছাড়া অয়ন রায় (২/১০) এবং রাহুল দেবনাথ (২/২৭) সফল বোলার।

ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেটে শতদলকে হারিয়ে জয় অব্যাহত জে সি সি-র

শতদল সঙ্ঘ-১১০/৯(২০) জে সি সি-১১১/৪(১৮.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। সহজ জয় পেলো জে সি সি। ৬ উইকেটে পরাজিত করলো শতদল সঙ্ঘকে। আসরে পঞ্চম জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জে সি সি।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে শতদল সঙ্ঘের গড়া ১১০ রানের জবাবে বিশ্বজিৎ পালের জে সি সি ৮ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। সকালে টসে জয়লাভ করে জে সি সি-র অধিনায়ক শতদল সঙ্ঘকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। জে সি সি-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিলো শতদল সঙ্ঘের ইনিংস। নির্ধারিত ২০ ওভারে শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে শতদল সঙ্ঘ ১১০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের কোনও ক্রিকেটারই ২২ গজে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। দলের পক্ষে জয়দীপ দাস ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, স্বপ্নিল চৌধুরি ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭,স্বাদব খান ১২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং দীপায়ন দেববর্মা ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। জে সি সি-র পক্ষে শঙ্কর পাল (২/১৪) এবং তেজস্বী জশোয়াল (২/২০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে জয়কিষান সাহা ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রানে এবং নিরুপম সেন ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

এছাড়া দলের পক্ষে অনিরুদ্ধ সাহা ৩৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং শঙ্কর পাল ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

অরবিন্দের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে চতুর্থ জয় পেলো ব্লাডমাউথ

ব্লাডমাউথ-১৮০/৭(২০) ইউ বি এস টি-৮৪/৭(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। চতুর্থ জয় পেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। পাশাপাশি শেষ আটে যাওয়ার রাস্তাও পরিস্কার করে নিলেন বাপ্পা দাস-রা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে ব্লাডমাউথ ৯৬ রানে পরাজিত করে ইউ বি এস টি-কে।

প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্লাডমাউথের গড়া ১৮০ রানের জবাবে ইউ বি এস টি ৮৪ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের অরিভিন্দ ভের্মা ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন দুপুরে সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অরভিন্দ ভের্মা-র ঝড়ো ব্যাটিংয়ে বড় স্কোর গড়ে ব্লাডমাউথ। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করে।

দলের পক্ষে অরভিন্দ ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, তুষার সাহা ৩০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, প্রশান্ত ভান্ডারি ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং অনিক পাল ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান।ইউ বি এস টি-র পক্ষে অমন সিং (৩/২৬), মনোজিৎ দাস (২/২৯) এবং সুজিত দেবনাথ (২/৩৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ইউ ইব এস টি নির্ধারিত ওভারে উইকেট হারিয়ে রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কৃষ্ণ কমল আচার্য ৩৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, অর্কজিৎ রায় ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ (অপ:) এবং দেবানিক ব্যানার্জি ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ (অপ:) রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে অরভিন্দ ভের্মা (৪/৬) সফল বোলার।

টি-২০ : সুমনের ৮৯ রান শেষ আটে কসমোপলিটন

কসমোপলিটন-১৮৬/২(২০) সংহতি-১৬৩/৭(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আবারও হারলো সংহতি। পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া থেকেও ছিটকে গেলো। জয় পেয়ে গ্রুপে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রইলো কসমোপলিটন ক্লাব। সোমবার কসমোপলিটন ২৩ রানে পরাজিত করে সংহতিকে। এদিন পরাজিত হলেও আসরের অন্য ম্যাচগুলোর তুলনায় এদিন ব্যাটসম্যান-রা অনেকটা ভালো ব্যাটিং করে সংহতির। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কসমোপলিটনের গড়া ১৮৬ রানের জবাবে সংহতি ১৬৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দেলর অমেয়া সুমন ৮৯ রান করেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মাত্র ২৮ রানে ২ উইকেট হারানোর পর কসমোপলিটনের হয়ে রুখে দাঁড়ান নিনাদ কদম এবং অমেয়া সুমন। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। শুরুতে ঠান্ডা মাথায় স্কোরবোর্ড সচল রাখার দিকে নদর দেন দুজন। সেট হতেই দ্রুত রান তুলতে থাকেন। নিনাদ থেকে সুমন ছিলেন মারমুখি। শেষ পর্যন্ত ওই জুটি ১০৪ বল খেলে ১৫৮ রান যোগ করেন। অমেয়া ৫৯ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৯ রানে এবং নিনাদ ৪৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া অভিষেক শর্মা ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। কসমোপলিটন নির্ধারিত ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান করে। সংহতির পক্ষে শারুখ হুসেন (২/৪৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সংহতি নির্ধাইরত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের হয়ে অমিত আলি ৩২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, সপ্তজিৎ দাস ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, নিরুপম সেন চৌধুরি ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং অভিজিৎ দে ৮ বল খেলে ৪ টি বাবাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। কসমোপলিটনের পক্ষে চন্দন রায় (২/২৩), দেবপ্রসাদ সিনহা (২/২৪) এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ (২/২৫) সফল বোলার।

বিশালগড়ের বিধায়ককে সংবর্ধনা দিল নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের বিশালগড় মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে বিধায়কগণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয় বিশালগড় মহকুমা পক্ষ থেকে দুই বিধায়ককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নারী মঙ্গল সি আর সি হলে।সোমবার সকাল দশটায় শুরু হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেব ও কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব।

তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন জেলা সম্পাদক সুবল সাহা। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ সিপাহীজলা জেলা জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র দেবনাথ ও সজল কুমার দে, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী শ্রমিক সংঘ বিশালগড় মহকুমা কমিটির প্রেসিডেন্ট সুজিত ভৌমিক, বিশালগড় পৌর পরিষদের কাউন্সিলর রতন দেব। অনুষ্ঠানে উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বিধায়কগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভারতীয় মজদুর সংঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠার মহান ব্যক্তিত্বদের পুষ্পস্তবক দিয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন নেতৃত্বরা। উক্ত অনুষ্ঠানে ভারতীয় মজদুর সংঘের চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিকদের বিভিন্ন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে বিশাল মন্ডল কার্যালয়ের সামনে চুক্তিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নদের নিয়ে যে সভা করা হয়েছিল এবং উক্ত সভায় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে পালন করা হবে।পাশাপাশি প্রত্যেককে তাদের যুক্তিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিক কার্ডগুলো রিনিউ করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

পাশাপাশি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া এবং বিশালগড়কে শ্রেষ্ঠ বিশালগড় গড়ে তোলার জন্য চুক্তিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করছেন বিধায়ক। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক সুবল সাহা। বিশালগড় নারীমঙ্গল সিআরসি হল ঘরে আয়োজিত চুক্তিবদ্ধ ও নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলার সমস্ত চুক্তিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

বর্ণময় অনুষ্ঠানে শেষ হল ত্রিপুরা দর্পণের ৫০ বছরের পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিল।। বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার শেষ হল ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। তবে শেষের দিনে বাংলাদেশের বিখ্যাত লোকশিল্পী ফরিদা পার্ভিনের অন্যবদ্য সঙ্গিত পরিবেষনা দর্শক শ্রোত মন ভরিয়ে দিয়েছিলো। তাঁর সঙ্গে ছিলো, বিশিষ্ট বাঁশি বাদক গাঁজি আব্দুল হাঁকিম। শুধু তাই নয়, কলকাতার শুভাঙ্গিক অন্যবদ্য নিত্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র ভবনে দর্শক শ্রোতাদের কাছে নববর্ষের উপহার হিসেবে প্রাপ্তি হল। রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র ভবনে ১নং হলে ২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন শুরুতেই ছিলো, ত্রিপুরা দর্পণের সঙ্গে যুক্ত প্রবীন এবং নবীন সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান।এই প্রতিষ্ঠানের ৫০ বছর উযাপনের ঐতিহ্যের সুর লালিত হল তা ছড়িয়ে পড়লো গোটা রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, বিমান ধর, বিকচ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, স্বপন নন্দী, অজিত ভৌমিক, মিহির দেব। ৫০ বছরের ফেলে আসা দিন গুলির ছবি তুলে ধরলেন বক্তারা। স্বাগত ভাষণে পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায় কর্তৃজ্ঞতা জানালেন, এই পরিবারের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে পত্রিকাটিকে ৫০ বছর পর্যন্ত পথ চলতে সাহায্য করেছিলো। ১৯৭৪ থেকে অন্তহীন পথ চলার বহু ইতিহাস উঠে এলো তাদের কথায়। এদিন সন্ধ্যায় শুরুটা হয়েছিল, আন্দলোক মঙ্গললোক এই গানটি দিয়ে। সুর বেধেছিলেন ছন্দনীড়ের শিল্পীরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আসা শিল্পী মেহর আফরোজ শাওনের কণ্ঠে উচ্চারিত হল রবীন্দ্রনাথের বহু গান। এছাড়া, বাংলাদেশের অন্যতম বাচিক শিল্পী রাজিয়া জামান নাসিফের কণ্ঠে ধ্বনিত্ব হল বহু কবিতা। সবশেষে মমতা শংকরের বরিষ্ট ছাত্রদের উপস্থাপনায় নৃত্যআলোখ্য দর্শকদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

সোমবার অসম রাইফেলস আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

জাতীয় দলের স্বীকৃতি পাওয়ায় আগরতলায় আম আদমী পার্টির র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আম আদমি পার্টি জাতীয় দলের স্বীকৃতি পাওয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে মিছিল করলো আগরতলায়। গত ১১ এপ্রিল ভারতের নির্বাচন কমিশন আম আদমি পার্টিকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি প্রদান করেছে এর ফলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতাদিন আম আদমি পার্টির গুরত্ব আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা দেশেই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির উপর ইতিমধ্যেই গুরুত্ব আরোপ করেছে আম আদমি পার্টি। ত্রিপুরাতেও সাংগঠনিক শক্তি উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আম আদমি পার্টিকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি প্রদান করায় রাজ্য সংগঠনের তরফ থেকে সোমবার আগরতলা শহরে অভিনন্দন মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সখীচরণ স্কুলে এনএসএসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। সখীচরণ বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবির উপলক্ষে সোমবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। রক্তদান শিবির সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে সমাজসেবার অন্যতম নজির স্থাপন করল সখীচরণ বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট। সোমবার এন এস এস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী শিবিরের উদ্বোধনী দিনেই রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিয়মের মেয়র দীপক মজুমদার। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মেয়র বলেন নির্বাচনের কারণে গত বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যে রক্তদান শিবির করা সম্ভব হচ্ছিল না। এর ফলে রাজ্যের ১১ টি সরকারি ব্লাড ব্যাংক এবং দুটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট দেখা দেয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা রক্তের সংকট দূর করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহবানে সারা দিয়ে সখী চরণ বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসায় তাদের ধন্যবাদ জানান মেয়র। তিনি বলেন এন এস এস ইউনিট রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সমাজসেবার অঙ্গ হিসেবে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংঘটিত করে চলেছে। এ ধরনের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পুলিশ ও ট্রাফিক কর্মীদের জল পান করালেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্যজুড়ে চলছে তীব্র দাবদাহ। অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে তাপমাত্রা। নাজেহাল জনজীবন। ঘর থেকে বের হওয়াই দ্বায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।এই অবস্থায় যারা তীব্র তাপ প্রবাহের মধ্যেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি পালন করছেন, সেই সমস্ত আরক্ষা কর্মী বিশেষ করে ট্রাফিক কর্মীদের পাশে দাঁড়ালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। সোমবার আগরতলা শহরের উত্তর গেট সহ বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক কর্মী সহ লোকজনের মধ্যে গ্লোকোজ জল ও চকলেট বিলি করলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সমস্ত নাগরিকদের কাছে আহ্বান রাখেন সকলে যাতে সবার মধ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, রাজনীতি রাজনিতির জায়গায় থাকবে। কিন্তু সমাজের জন্য কাজ করা মানুষের পাশে দাঁড়ানো এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল ব্লাইন্ড এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ১৬ দফা দাবিতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশন।বিশেষভাবে সক্ষম লোকজনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোমবার মহাকরণে মন্ত্রী টিংকু রায়ের সঙ্গে দেখা করেন অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল। সোমবারের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন সাহা। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দৃষ্টিহীনদের শূন্যপদ গুলি দ্রুত পূরণ ,রাজ্যে ব্রেইল প্রেস স্থাপন,ভাতার পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা করা , বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার আইন-২০১৬ কার্যকর করা সহ ১৬ দফা দাবি তাদের। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর দৃষ্টিহীন দের কল্যাণের কথা চিন্তা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়গুলি দেখার।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে শ্রী শ্রী সনাতন গোসাইয়ের আশ্রমে তিন দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আমতলী কুড়িপুকুর শ্রী শ্রী সনাতন গোসাইয়ের আশ্রমে তিন দিনব্যাপী বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করে পুন্যার্থীদের মধ্যে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক বছর ধরে ডুকলী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আমতলী কুড়িপুকুর শ্রী শ্রী সনাতন গোসাইয়ের আশ্রমে মিলনমেলার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই মেলায় স্থানীয় আমতলী এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পূর্ণার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। যদিও কুঁড়ি পুকুরের এই মেলাটি এত বছর শুধু পহেলা বৈশাখের দিন অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু মেলা কমিটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এবং পূর্ণার্থীদের আনন্দের স্বার্থে এই মেলাটি একদিনের পরিবর্তে তিন দিন করেছে। মেলার প্রথম দিনে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের দিন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল শুভ উদ্বোধন করেন। মেলার প্রথম দিন দুপুর থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল উপচে পড়া।

মেলার দ্বিতীয় দিনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবিবার ছিল এই মেলার দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনের বিকেল থেকেই মেলায় পূর্ণার্থীদের জনঢল লক্ষ্য করা গেছে। সোমবার এই কুড়ি পুকুর মেলার তৃতীয় দিন অর্থাৎ শেষ দিন। মেলায় আসা দোকানদার থেকে শুরু করে মেলা কমিটির ধারণা শেষ দিনেও এই মেলায় পুন্যার্থীদের ভিড় থাকবে লক্ষণীয়। মেলায় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য মেলার প্রথম দিন থেকেই আমতলীর থানার পুলিশ ও বিশাল টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবে দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত মেলায় কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

ধর্মনগর প্রেসক্লাবের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবে প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন তিনি প্রেস ক্লাবে কেরাম প্রতিযোগিতারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সোমবার দুপুরে ধর্মনগর প্রেসক্লাবে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন কে সংবর্ধনা দিল ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। পাশাপাশি প্রেসক্লাবের কেরাম প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন অধ্যক্ষ। তিনি জানালেন ধর্মনগর প্রেসক্লাব সব সময় উনার সাথে রয়েছে এবং প্রতিটি সদস্য উনার একান্ত পরিচিত। প্রেসের দ্বারাই সমাজের প্রকৃত চিত্রটা মানুষের কাছে ফুটে ওঠে এবং সরকার পরিচালনায় তারা বিশাল বড় ভূমিকা পালন করে। ধর্মনগর প্রেসক্লাবের বেশ কিছু উন্নয়ন করে দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রেসের গুরুত্ব নিয়ে এবং তার গাম্ভীর্যতা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। যেখানে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় কোন নেগেটিভিটি চলে আসে তার থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে একমাত্র প্রেস মিডিয়া। তাদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে ওঠে মানুষের অধিকার, সঠিক ব্যবস্থাপনা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রভৃতি।

রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে টেট শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। টেট উত্তীর্ণ নব নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা আগামী ২৩ এপ্রিল আগরতলা প্রেস ক্লাবে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান উদ্যোক্তারা।

রক্তদান শিবিরে টেট উত্তীর্ণ নবনিযুক্ত প্রত্যেক শিক্ষাকে শামিল হওয়ার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রী রতনলাল নাথও উপস্থিত থাকবেন বলে জানান তারা।

২০২১ সালে টি- টেট উত্তীর্ণ সকলকে রাজ্য সরকার শিক্ষক পদে নিয়োগ করেছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে।

কিন্তু নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় নব নিযুক্ত শিক্ষকদের তরফে সরকারকে অভিনন্দন জানানো সম্ভব হয়ে উঠেনি।

তাই অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি রক্তদান শিবির করতে যাচ্ছে নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান নবনিযুক্ত শিক্ষকদের সংগঠনের তরফে বিশ্বজিত ঘোষ সহ অন্যরা। ২৩ এপ্রিল আগরতলা প্রেস ক্লাবে হবে রক্তদান শিবির। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকরা জানান শিবিরে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। শিক্ষক বিশ্বজিত ঘোষ জানান, বিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষা দান করলে হবে না, সমাজের প্রতিটি স্তরে যাতে শিক্ষকদের অবদান থাকে, শিক্ষকরা ভুমিকা পালন করতে পারে, মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই শিবির করা হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদিত পন্য এবং উপজাতি উদ্যোগপতিদের উজ্জীবিতকরনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞ

"উপজাতি সম্প্রদায় সশক্তিকরণ ও তাদের ঐতিহ্যের সুরক্ষায় আমাদের সরকারি প্রচেষ্টা দৃঢ়তর হয়েছে। গ্রামীণ-উপজাতি অর্থনীতির পরিবর্তনে আমরা নিরলস কর্ম করে চলেছি।"

নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

প্রকল্পের সূচনা

"উত্তর পূর্বাঞ্চল হইতে পন্য চলাচলের উন্নতিকরণও বাজারজাতকরণ।"

করবেন

শ্রী অর্জুন মুণ্ডা

মাননীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার

১৮ এপ্রিল ২০২৩ বিকাল ৩.০০টা এম এস এফ ডি এস প্রেক্ষাগৃহ, কনুঙ্গ, ম্যামাঙ্গ, ইম্ফল, মণিপুর

বিশেষ বৈশিষ্টগুলি

- অরুনাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, সিকিম ও ত্রিপুরার উপজাতি শিল্পীগণ এই প্রকল্প থেকে সুবিধা পেতে পারেন।
- এপ্রিল-মে, ২০২৩ মাসের সময়কালে ৬০টিরও বেশি ট্রাইবাল শিল্প মেলা (টিএএম) সংগঠিত করা হলে উপজাতি শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করতে পারেন।
- রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন মোডে যোগাযোগ করে ভিন্ন সূত্রে আয় বৃদ্ধির সুযোগ।
- বিভিন্ন ডিজাইন ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ।
- পণ্য চলাচলের সুবিধা ইন্ডিয়া পোস্টের মাধ্যমে উপজাতি শিল্পীরা নিতে পারেন।
- সারা দেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়ার সুযোগ।
- প্রকল্পে প্রায় ১৪৩ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হতে পারে।

CBC 43104/15/0005/2324

এই প্রকল্পে নিজেকে রেজিষ্ট্রার্ড করতে যোগাযোগ :

ট্রাইফেড, হাউস নং-৩, মাধব কমল পথ, এএসইবি রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি-৭৮১০০৭, আসাম

ফোন : +91 3613501695/ ই-মেইল: md-trifed@trifed.nic.in; raj.vashisth@trifed.nic.in/ https://trifed.tribal.gov.in

www.tribesindia.com / আমাদের যোগাযোগ @tribesindia

সোমবার দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং মেয়র প্রশাসনের কর্মীদের মধ্যে ঠান্ডা পানিয়ে বিতরণ করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।